CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 6 March, 2024 ■ আগরতলা ৬ মার্চ ২০২৪ ইং ■ ২২ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

৫ % মহার্ঘ্য ভাতা ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ ।। রাজ্যের সরকারি কর্মচারি ও পেনশনারদের আরও ৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হবে।

১ জানুয়ারি, ২০২৪ থেকে তা কার্যকর হবে। আজ বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্দ্ধে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা ঘোষণা করেন। বিধানসভায় মুখ্যমী জানান, ৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দিতে রাজ্য সরকারের বছরে অতিরিক্ত ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

এতে ১ লক্ষ ৬ হাজার ৯৩২ জন কর্মচারি ও ৮২ হাজার

পেনশনার উপকৃত হবেন। আজ বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা ঘোষণা করে বলেন, আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর ইতিপূর্বে ৩ কিস্তিতে ২০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দিয়েছে।

গত ১/০৩/২০২১ তারিখে ৩ শতাংশ, ১/০৭/২০২২ তারিখে ৫ শতাংশ এবং ১/১২/২০২২ তারিখে ১২ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা করা হয়েছিল। রাজ্যে করোনা পরিস্থিতিতেও রাজ্য সরকার সরকারি কর্মচারি ও পেনশনারদের ৩ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দিয়েছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী হওয়ার পর

রাজ্যে এসে জনউচ্ছ্বাসে ভাসলেন বিপ্লব কুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ ।। ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও কমিউনিস্টের একটা বড় অংশ বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল। যার ফলে ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে।

আজ রাজ্যে এসে প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন শ্রী দেব বলেন,ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন অনেক ভুল ত্রুটি হয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমাকে দ্বিতীয়বার সুযোগ দিয়েছে নির্বাচনে জয়লাভ করে লোকসভায় গিয়ে ত্রিপুরাবাসীর সমস্যা নিয়ে কথা বলতে।

তাঁর কথায়, একদিনের জন্য আমি ত্রিপুরাবাসীকে ভুলে যায়নি। ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে শূন্য নিয়ে এসেছিলাম। তখন সাংবাদিকরা ছিল শক্তি। পাশাপাশি কিছু কমিউনিস্ট নেতৃত্ব ও কর্মীরা সমর্থন করেছিলেন যার জন্য রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন ,রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে ২০১৮ সালে ত্রিপুরাবাসী ভোটাধিকার প্রয়োগ করে পরিবর্তন করেছেন।

সাথে তিনি যোগ করেন, ২০১৮ সালের পর পুনরায় ত্রিপুরায় নির্বাচনে সম্মুখীন হতে যাচ্ছি আমি। তাই আপামর ত্রিপুরাবাসীকে আবেদন লোকসভা নির্বাচনে পদ্ম চিহ্নে ভোট দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে শক্তিশালী করুন।

এদিন দুপুরে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যে ফিরেছেন। তাঁকে রাজ্যে স্বাগত জানাতে দলীয় কর্মীদের ব্যাপক উচ্ছ্বাস ছিল আগরতলা এম.বি.বি বিমান বন্দরে। পরে একটি বাইক মিছিল করে বিমানবন্দর থেকে বিপ্লব কুমার দেবকে নিয়ে আসে কর্মী সমর্থকরা। সাথে চলে স্লোগান।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য ২৭,৮০৪.৬৭ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব গৃহীত

সরকারের লক্ষ্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ ।। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়তে হলে সবার জন্য সব কাজ সঠিকভাবে করতে হবে। বিধানসভায় পেশ করা বাজেটে রাজ্য সরকারের দায়বদ্ধতার কথাই ফুটে উঠেছে। দেখতে হবে আমাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হচ্ছে কিনা। সরকারের লক্ষ্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও উন্নয়ন। আজ রাজ্য বিধানসভায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য পেশ করা বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা এবং ছাটাই প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। উল্লেখ্য, আজ বিধানসভায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য ২৭ হাজার ৮০৪ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। বাজেটের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমী বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট অন্তর্ভক্তিমূলক ও ভবিষ্যতের দিশারি। তাছাড়াও এই বাজেট প্রবৃদ্ধি অভিমুখী। বাজেটে সমাজের প্রতিটি অংশের মানুষের কথা ভাবা হয়েছে। বাজেটে ১,৭২১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হয়েছে, যা বিগত বছরের বাজেট থেকে ১৯.৮৮ শতাংশ বেশি। বাজেটে জনজাতি কল্যাণে ট্রাইবাল সাব প্ল্যানের অধীনে ৩৯.৯৩ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তাছাড়াও বাজেটে শিক্ষাক্ষেত্রে ৫,৫০৮ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে, যা গত বছরের বাজেট বরাদ্দের চেয়ে ১১.৫৪ শতাংশ বেশি। পিএম-ডিভাইন প্রকল্পে এজিএমসি ও জিবি হাসপাতাল পরিসরে একটি ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাল্টিকেয়ার হেলথ ইউনিট নির্মাণ করা হবে।

বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে বাজেটের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, বাজেটের উপর আলোচনায় বিধায়কগণ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেছেন। এজন্য তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এভাবেই গঠনমূলক আলোচনা হওয়া উচিত। মুখ্যমী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকে অনুসরণ করেই আমাদের রাজ্যেও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে। রাজ্যে পরিকাঠামোগত উন্নতি করতে পারলেই স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হবে এবং আমরা জনগণের জন্য আরও ভালো পরিষেবা দিতে পারবো। রাজ্য সরকারের সব কাজের মধ্যেই স্বচ্ছতা রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাজেটে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে মহিলাদের জন্য ক্ষমতায়ন। যুবক যুবতীদের জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, তপশিলি জাতি, তপশিলি জনজাতি, ওবিসি, ততীয় লিঙ্গের মানুষ সহ সব অংশের জনগণের উন্নয়নের প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে। সব অংশের জনগণের জন্যই এই বাজেট। মুখ্যমী বলেন, এই বাজেটের ফলে আরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। আলোচনা করতে গিয়ে তিনি জনজাতি কল্যাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন, বিধায়কদের এলাকায় নতুন রাস্তা তৈরি করার জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা, ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক তৈরি করা, পিঙ্ক টয়লেট তৈরি করার কথাও উল্লেখ করেন। আলোচনায় মুখ্যমী বলেন, বিরোধী দলের বিধায়কদের সঠিক পরামর্শ রাজ্য সরকার অবশ্যই গ্রহণ করবে। সর্বস্তরের মানুষের কথা বিবেচনা করেই এই বাজেট তৈরি করা হয়েছে।

বিধানসভা অধিবেশনের প্রথমার্ধে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে বিধায়ক কিশোর বর্মণ বলেন, উন্নত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এই বাজেট পেশ করা হয়েছে। যুগান্তকারী হিসেবে এই বাজেট চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে জনমুখী বাজেট পেশ করা হয়েছে।

মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপক হারে তাদের বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। এদিন বিধানসভায় বাজেট প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক স্বপা দেববর্মা, বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ এবং বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়।

বিধানসভার দ্বিতীয়ার্ধে আজ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটের উপর বিরোধী দলের সদস্যদের আনা ৬২টি ছাটাই প্রস্তাবের উপর আলোচনা হয়।

বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা সহ ৯ জন বিধায়ক ছাটাই প্রস্তাবের উপর আলোচনা করেন। ছাটাই প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশ নেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই, বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ, বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, বিধায়ক মানব দেববর্মা, বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় ও বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস। আলোচনার পর ছাটাই প্রস্তাবগুলি বাতিল হয়ে যায় এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মঙ্গলবার প্রয়াত জাগরণ সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাসের পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন হয়েছে। এদিন রাতে সাংসদ তথা পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব জাগরণ ভবনে এসে তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও কমিউনিস্টের একটা বড় অংশ বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল ঃ সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ ।। ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও কমিউনিস্টের একটা বড় অংশ বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল। যার ফলে ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। আজ রাজ্যে এসে প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন শ্রী দেব বলেন,ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন অনেক ভুল ত্রুটি হয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমাকে দ্বিতীয়বার সুযোগ দিয়েছে নির্বাচনে জয়লাভ করে লোকসভায় গিয়ে ত্রিপুরাবাসীর সমস্যা নিয়ে কথা বলতে।

তাঁর কথায়, একদিনের জন্য আমি ত্রিপুরাবাসীকে ভুলে যায়নি। ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে শূন্য নিয়ে এসেছিলাম। তখন সাংবাদিকরা ছিল শক্তি। পাশাপাশি কিছু কমিউনিস্ট নেতৃত্ব ও কর্মীরা সমর্থন করেছিলেন যার জন্য রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।এদিন তিনি আরও বলেন ,রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে ২০১৮ সালে ত্রিপুরাবাসী ভোটাধিকার প্রয়োগ করে পরিবর্তন করেছেন।

সাথে তিনি যোগ করেন, ২০১৮ সালের পর পুনরায় ত্রিপুরায় নির্বাচনে সম্মুখীন হতে যাচ্ছি আমি। তাই আপামর ত্রিপুরাবাসীকে আবেদন লোকসভা নির্বাচনে পদ্ম চিহ্নে ভোট দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে শক্তিশালী করুন।

লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তিপ্রামথার বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ ।। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মঙ্গলবার তিপ্রামথা তরফ থেকে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। মূলত, আগামীদিনে কিভাবে দলকে আরও শক্তিশালী করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিপ্রামথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন বলেন, লোকসভা নির্বাচনের রণকৌশল নিয়ে আজ নেতাদের নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।এদিন তিনি আরও বলেন, জনজাতিদের অধিকারের জন্য লড়াই করার সময় আগরতলার কোন মিডিয়া সহযোগিতা করে নি। শুধুমাত্র তিপ্রাসা মিডিয়া সহযোগিতা করেছে।

বিধানসভা সংবাদ

চিফ মিনিষ্টার্স মডেল ভিলেজ স্কিম

রাজ্যের ৫৫টি গ্রাম চিহ্নিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ ।। রাজ্যে বর্তমানে ৫৫টি গ্রামকে চিফ মিনিষ্টার্স মডেল ভিলেজ স্কিম (সিএমএমভিএস)-র অধীনে আদর্শ গ্রাম ঘোষনার লক্ষ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সিএমএমভিএস'র অধীনে আরও ১০০টি গ্রামকে আদর্শ গ্রাম ঘোষণার লক্ষ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক জীতেন্দ্র চৌধুরীর এক প্রশের লিখিত উত্তরে পঞ্চায়েত তথা মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, চিহ্নিত আদর্শ গ্রামগুলিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ছাড়াও অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধার মধ্যে আরও কিছু বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে টিকাকরণ, স্কুল ড্রপ আউট কমানো, মহিলাদের স্বনির্ভর দলের সাথে যুক্ত করে স্বনির্ভর করে তোলা, স্বচ্ছতা এবং পুষ্টি বাগান ইত্যাদি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অতিরিক্ত হিসাবে প্রত্যেক চিহ্নিত গ্রামকে ১২,৬৩,৬৩৫ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু উল্লেখিত তারিখের পর সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক চিহ্নিত গ্রামকে ১,৮১,৮১৮ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

টিটিএএডিসি এলাকায় মেডিক্যাল কলেজ

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্য সরকারের প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ ।। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি) এলাকায় একটি মেডিক্যাল কলেজ খোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তবে এর অনুমোদন এখনও পাওয়া যায়নি। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার এক প্রশের লিখিত উত্তরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ তথা মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই তথ্য জানিয়েছেন।

পিএম বিশ্বকর্মা যোজনা

বিধানসভায় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ ।। পিএম বিশ্বকর্মা যোজনা চালু করার জন্য আজ রাজ্য বিধানসভায় প্রধানমীকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। বিধায়ক বিনয়ভূষণ দাস প্রধানমী নরেন্দ্র মোদিকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রস্তাবটি পাঠ করে শোনান। এরপর এটি ধনিভোটে গৃহীত হয়।

ত্রয়োদশ ত্রিপুরা বিধানসভা

অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ ।। ত্রয়োদশ ত্রিপুরা বিধানসভার চতুর্থ অধিবেশন আজ শেষ হয়েছে। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ সেন বিধানসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করেন। বিধানসভা সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

আমি রাজ্যগুলির বিকাশের মাধ্যমে রাষ্ট্র বিকাশের মন্ত্রে বিশ্বাস করি ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ০৫ মার্চ ।। তেলেঙ্গানার সাঙ্গারেড্ডিতে আজ ৬ হাজার ৮০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস ও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে সড়ক, রেল, পেট্রোলিয়াম, বিমান পরিবহণ এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো প্রধান ক্ষেত্রগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার তেলেঙ্গানার উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য নিরন্তর কাজ করে চলেছে, কারণ আজ তাঁর এই রাজ্য সফরের দ্বিতীয় দিন। গতকাল আদিলাবাদ থেকে বিদ্যুৎ, জলবায়ু ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে প্রায় ৫৬, ০০০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস এবং জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করার কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৭, ০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনা করা হচ্ছে এবং শিলান্যাস করা হচ্ছে, যার মধ্যে রেলপথ, এয়ারওয়েজ এবং পেট্রোলিয়াম ও মহাসড়ক রয়েছে। সরকারের কর্মপদ্ধতির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি রাজ্যগুলির বিকাশের মাধ্যমে রাষ্ট্র বিকাশের মন্ত্রে বিশ্বাস করি'। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার একই চেতনা নিয়ে তেলেঙ্গানার সেবা করার জন্য কাজ করছে এবং আজকের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য নাগরিকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বেগমপেট বিমানবন্দরে হায়দরাবাদে অসামরিক বিমান পরিবহণ গবেষণা সংগঠন (সিএআরও) কেন্দ্রের উদ্বোধনকে তেলেঙ্গানার বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রে একটি বড় উপহার বলে অভিহিত করেন। এই কেন্দ্রটি এই ধরণের প্রথম এবং ক্ষেত্রটিতে তেলেঙ্গানাকে নতুন স্বীকৃতি দেবে। এর ফলে দেশের বিমান পরিবহণ স্টার্ট সংস্থাগুলির কাছে গবেষণা ও উন্নয়নের একটি মঞ্চ গড়ে উঠবে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

বিকশিত ভারত প্রস্তাবে আধুনিক পরিকাঠামোর কেন্দ্রীয়তার উপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী এই বছরের বাজেটে ১১ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা উল্লেখ করেন। তেলেঙ্গানাকে এর সর্বাধিক সুবিধা প্রদানের প্রয়াসে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৬১ নম্বর জাতীয় মহাসড়কের কান্দি থেকে রামসানপল্লী সেকশন এবং ১৬৭ নম্বর জাতীয় মহাসড়কের মিরিয়ালাগুদা থেকে কোদাদ সেকশনটি তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যে পরিবহণ ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ঘটাবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'তেলেঙ্গানা দক্ষিণ ভারতের প্রবেশদ্বার হিসাবে পরিচিত', এবং দ্রুত গতিতে বৈদ্যুতিকীকরণ ও রেল লাইন ডবল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৭০ ◻ সংখ্যা ১৪৭ ◻ ৬ মার্চ ২০২৪ ইং ◻ ২২ ফাল্গুন ◻ বুধবার ◻ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

চিকিৎসা খরচ সমান হোক

দেশের সরকার সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। এই অঙ্গীকারের অঙ্গ হিসেবে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ প্রতিবছর বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। সরকারি হাসপাতাল গুলিতে চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে সরকার। কোন মানুষের যাতে চিকিৎসা পরিষেবার অভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা না যায় সেজন্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। এর অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন বীমা প্রকল্প চালু করা হইয়াছে। আয়ুষ্মান প্রকল্পে জনগণকে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি আমাদের রাজ্য ত্রিপুরাতে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা চালু করা হইয়াছে। এই প্রকল্পের সুবিধা ভোগিরা বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা স্বাস্থ্য বীমার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন। ত্রিপুরা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নির্ধারিত কিছু হাসপাতালে এই সুযোগ গ্রহণ করা যাইবে। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে ইহা একটি বড় পদক্ষেপ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। জনগণ যেকোনো জনকল্যাণকামী সরকারের কাছে এই ধরনের পরিষেবা প্রত্যাশা করিতে পারেন। সরকারও সাধ্যমত পরিষেবা প্রদানের জন্য এসব পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। এত প্রশ্ন দেখা দিয়াছে কোন হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করিতে হইলে কি পরিমান টাকা খরচ করিতে হইবে তাহার সুনির্দিষ্ট কোন তালিকা নাই। দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল বিভিন্ন ক্ষেত্রে মর্জি মাফিক ফ্রি নির্ধারণ করিয়া থাকে। ফলে নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। বিশেষ করিয়া আয়ুষ্মান প্রকল্পে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নানা জটিলতা তৈরি হইয়াছে। বিষয়টি দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নজরেও আসিয়াছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং দেশের সর্বত্র হাসপাতাল গুলিতে একেই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ আদালত একটি নির্দেশিকা জারি করিয়াছে। এই নির্দেশিকায় স্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে যে কোন রাজ্যে যেকোনো হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করিলে রোগী ও তার পরিবার যাহাতে একই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে পরিষেবা গ্রহণ করিতে পারেন তাহা কেন্দ্রীয় সরকার এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তরকে নিশ্চিত করিতে হইবে। এজন্য নির্ধারিত সময়সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের এই ধরনের পর্যবেক্ষণ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। সর্বোচ্চ আদালত এই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করায় দেশের প্রতিটি রাজ্যে প্রতিটি হাসপাতালে একেই রোগের চিকিৎসা একই রকম অর্থাৎ সমপরিমাণ রক্তের বিনিময়ে পরিবার সুযোগ সম্প্রসারিত হইবে। প্রকৃতপক্ষে সুপ্রিমকোর্টের এই নির্দেশের ফলে গোটা দেশে নগদহীন স্বাস্থ্যবিমার পথ সুগম হইল। কেন্দ্রেকে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বড় নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। ভবিষ্যতে দেশের সব হাসপাতালে চিকিৎসা খরচ সমান করিতে হইবে বলিয়া জানাইয়াছে আদালত। গুরুত্বের সঙ্গে আগামী ছয় সপ্তাহ অর্থাৎ দেড় মাসের মধ্যে এই নির্দেশিকার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বলিয়াছে শীর্ষ আদালত।বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসা খরচ আলাদা। এর ফলে নগদহীন স্বাস্থ্যবিমা পরিষেবা চালু করা কঠিন হইতেছে। এই বিষয়েই একটি স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা জনস্বার্থ মামলা করিয়াছিল সুপ্রিম কোর্টে। শুনানি চলাকালীন দুই সদস্যের বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, আমরা স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সচিবকে নির্দেশ দিয়াছি, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলিয়া একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আনিবে কেন্দ্র। আগামী ছয় সপ্তাহের মধ্যে এই প্রস্তাব তৈরি করিতে

হইবে।গত সপ্তাহেই বিচারপতি বি আর গাভাই এবং সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ জানাইয়াছিলেন, পরবর্তী শুনানির তারিখের মধ্যে কেন্দ্র যদিও একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব না আনে, আমরাই তবে এই বিষয়ে যথাযথ নির্দেশনা জারি করিব। সেই মতোই ছয় সপ্তহা সময় বাধিয়া দিলেন বিচারপতিরা।

মহানগরীর মুকুটে যুক্ত হচ্ছে নতুন পালক, ৬ মার্চ গঙ্গার নীচ দিয়ে মেট্রোর উদ্বোধন মোদীর হাতে

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি.স.): দেশের মধ্যে কলকাতাতেই প্রথম মেট্রো রেল চালু হয়েছিল। আর সেই কলকাতা মেট্রোর মুকুটেই আবার নতুন পালক যুক্ত হচ্ছে। দেশে প্রথম কোনও শহরে নদীর তলা দিয়ে যাবে মেট্রো রেল। চারটি স্টেশন হাওড়া ময়দান, হাওড়া স্টেশন, মহাকরণ, এসপ্ল্যানেড স্টেশন। সব মিলিয়ে ৪.৮ কিলোমিটার। গঙ্গার নীচে ৫২০ মিটার টানেল পেরোতে সময় লাগবে ৪৬ সেকেন্ড।গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে এই মেট্রো পথে সফল মহড়া হয়েছে। গত বছরের শেষে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনও হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। অবশেষে ৬ মার্চ, বুধবার গঙ্গার নীচ দিয়ে মেট্রো যাত্রার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সুড়ঙ্গ পথ পার হওয়ার সময়ে যাত্রীদের বিশেষ অনুভূতি দিতে নীল রঙের এলইডি আলো বসানো হয়েছে। সেই নীল আলোর সঙ্গে ফোনে নেটওয়ার্ক থাকার প্রযুক্তিও রাখছে রেল। জলস্তরের ৩৫ মিটার নীচ দিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অপটিক্যাল ফাইবার বসানো হচ্ছে। তাতে ফাইভ জি গতির ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ মিলবে।

ব্যক্তির দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য কলকাতায়, বাড়িতে থাকতেন একাই

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি.স): কলকাতায় পচা গলা দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতের নাম খোকন পাঁচাল (৬৫), তিনি পেশায় কাঠের মিস্ত্রি। ১৩২/৬ বেলেঘাটা মেইন রোডের বাসিন্দা। একাই থাকতেন। নিয়মিত মদ্যপান করতেন বলে দাবি প্রতিবেশীদের। গত ৩-৪ দিন ধরে বাড়ির বাইরে বের হননি। সোমবার সন্ধ্যার পর থেকে দুর্গন্ধ পেতে শুরু করেন প্রতিবেশীরা।প্রতিবেশীরা জানালা থেকে দেখার চেষ্টা করতেই মৃতদেহ চোখে পড়ে। ঘরের মধ্যে টিভি চলছিল। বেলাঘাটা থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে গেটের তালা ভেঙে দেহ উদ্ধার করেন। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তির এক মেয়ে আছেন, হাওড়াতে থাকেন। তাকে খবর দেওয়া হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশের ছত্তরপুরে বিএসপি নেতাকে গুলি করে খুন, অপরাধীর খোঁজে তদন্তে পুলিশ

ছত্তরপুর, ৫ মার্চ (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের ছত্তরপুর শহরে বহুজন সমাজ পার্টির (বিএসপি) এক নেতাকে গুলি করে খুন করল দুষ্কৃতী। নিহত বিএসপি নেতার নাম-মহেন্দ্র গুপ্তা। ২০০৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন মহেন্দ্র, যদিও তিনি হেরে যান।

পুলিশ জানিয়ছে, সোমবার রাতে গুলি করে খুন করা হয় বিএসপি নেতা মহেন্দ্র গুপ্তাকে। পুলিশ সুপার অমিত সাংঘি জানিয়েছেন, সোমবার রাতে সাগর রোডের একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের (ম্যারেজ গার্ডেন) কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন মহেন্দ্র, সেই সময় তাঁর মাথায় গুলি করা হয়। গুলি করার পরই আততায়ী পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মহেন্দ্রের মৃত্যু হয়। মামলা রুজু করে পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে, পাশাপাশি দুষ্কৃতীর খোঁজ চলছে।

মেন্ডেলিভের পর্যায় সারণি

উচ্ছ্বাস তৌসিফ

১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৯। উশকোখুশকো চুল, লম্বা দাঁড়ি। তরুণ মানুষটি ৬৩টা কার্ড নিয়ে বসেছেন। মেলাতে চাচ্ছেন। কিন্তু তাল খুঁজে পাচ্ছেন না। কেবল নাস্তা করেছেন তিনি। একটুপর ট্রেন ধরতে হবে। সময় কাটাতে কার্ড নিয়ে বসেছেন। এই কার্ডগুলো তিনি বানিয়েছেন সলিটেয়ার গেমটার অনুকরণে। এই খেলায় তাসের কার্ডগুলোকে সাজাতে হয় নির্দিষ্ট বিন্যাসে। তিনিও এই কার্ডগুলোকে সাজাতে চান। প্রতিটা কার্ডে বেশ কিছু সংখ্যা ও কিছু অক্ষর হিজিবিজি করে লেখা। মানুষটির নাম দিমিত্রি মেন্ডেলিভ। কার্ডগুলোতে লেখা আছে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সব মৌলের পারমাণবিক ভর ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। নানাভাবে সাজানোর চেষ্টা করে মেন্ডেলিভ টের পেলেন, মৌলগুলোকে পারমাণবিক ভরের ক্রমে সাজাতে গেলে মাঝে কিছু ফাঁকা থেকে যায়। এগুলোই তাঁর সাজানোতে গোল বাঁধাচ্ছে। রোখ চেপে গেল। মাথা থেকে হারিয়ে গেল ট্রেনের চিন্তা। টানা তিন দিন তিন রাত এ নিয়েই পড়ে রইলেন মানুষটি। তারপর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে দেখলেন একটা সারণি। কার্ডগুলো তাতে খোপে খোপে বসে আছে। মাঝে মাঝে কিছু ফাঁকা ঘর। এসব ঘরে বসানোর মতো কার্ড তাঁর কাছে নেই। ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দ্রুত সারণিটা আঁকলেন একটা খাতায়। পৃষ্ঠার ওপরে বড় বড় করে লিখলেন, পিরিয়ডিক টেবল অব দ্য এলিমেন্টস। মৌলের পর্যায় সারণি।

পর্যায় সারণির নাম শোনেননি, এমন কাউকে বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনেকে বলেন, এক পৃষ্ঠায় এটি সমগ্র রসায়নকে ধারণ করে। কথাটি শতভাগ সত্য নয়, বলা বাহুল্য। রসায়ন মানে শুধু মৌলদের সারিবদ্ধ তালিকা নয়। শক্তির বিষয় আছে, বিক্রিয়ার নানা ধরন আছে, এনট্রপির বাড়া-কমা আছে, আছে আরও অনেক কিছু। তবে পর্যায় সারণিও আসলে শুধু মৌলদের তালিকা না। এর ক্রমবিন্যাস, ডানে-বাঁয়ে ও মাঝে বসানো মৌলগুলোর ধর্মের পর্যায়বৃত্ততা, ওপর-নিচ অনুযায়ী তাদের ধর্মের কমা-বাড়া এক কথায় একে বলতে হয় জিনিয়াস! মানুষের মেধার অনন্যতম সর্বোচ্চ প্রয়োগ। পদার্থবিজ্ঞানীরা যেমন সবকিছুকে এক সুতোয় গাঁথার জন্য থিওরি অব এভরিথিং বা সবকিছুর তত্ত্ব খুঁজছেন, বর্তমানে পদার্থবিজ্ঞানের যেমন রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড মডেল; রসায়নের জন্য সেই কাজটি করে ফেলেছেন দিমিত্রি মেন্ডেলিভ। এক পৃষ্ঠায় তিনি সব মৌলকে সাজিয়ে ফেলেছেন। এই একটি পৃষ্ঠা অনেক, অনেক কিছু বলতে পারে যেকোনো রসায়নবিদকে।

যে মানুষটি এই পথ দেখিয়ে গেছেন, তিনি নোবেল পুরস্কার পাননি! ভাবলে অবাক লাগে না? কারণটা বোঝা অবশ্য খুব কঠিন নয়। আলবার্ট আইনস্টাইন যেমন আপেক্ষিকতা তত্ত্বের জন্য নোবেল পাননি, মেন্ডেলিভও তেমন পাননি পর্যায় সারণির জন্য। কারণ দুক্ষেত্রে মোটামুটি একইএর প্রমাণ ও প্রয়োগ সে কালে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি মানুষ। কেউ কেউ এও বলতে পারেন, মেন্ডেলিভ রাশান বলে নোবেল পাননি। তবে সে প্রসঙ্গটা আপাতত তোলা থাকুক।

মেধাবীদের যে ছবি আমাদের মনে গাঁথা, মেন্ডেলিভ ঠিক তা-ই। আদর্শ মেধাবী! তাঁর গল্পটা জানা থাকলেই বুঝে যাবেন, বাড়িয়ে বলছি না একবিন্দুও।

১৮৩৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার সাইবেরিয়ায় জন্ম। পুরো নাম, দিমিত্রি ইভানোভিস মেন্ডেলিভ। বাবা ইভান মেন্ডেলিভ ছিলেন শরীরচর্চার শিক্ষক। মা মারিয়া মেন্ডেলিভ গৃহিণী। বাবা-মায়ের ১৩তম সন্তান তিনি। তাঁর জন্মের বছরই বাবা অন্ধ হয়ে যান। বাধ্য হয়ে তাঁর মা কাজ নেন একটি কাচ কারখানায়। কয়েক বছর এভাবে টেনে চলল। তারপর, ১৮৪৭ সালে মারা গেলেন তাঁর বাবা। পরের বছর, ১৮৪৮ সালে পুড়ে গেল সেই কারখানা, যেখানে তাঁর মা কাজ করতেন। পড়াশোনার সব দ্বার প্রায় বন্ধ হয় হয়। মা দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। বাধ্য হয়ে পাড়ি জমান রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে। না, আশপাশের শহর না, প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার দূরে। সেখানে মেন্ডেলিভ ভর্তি হন একটি স্কুলে। ভাগ্য তখন চূড়ান্ত আঘাত হানে। মেন্ডেলিভ স্কুলে ভর্তি হওয়ার ঠিক ১০ দিন পর যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান তাঁর মা।

দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে কেউ কেউ থমকে যান। মেন্ডেলিভ থমকে গেলেন না। শুরু করলেন যুদ্ধ। জীবনযুদ্ধ।

১৮৫৫ সালে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করে শিক্ষকতা শুরু করলেন ক্রিমিয়ার একটি প্রতিষ্ঠানে। দুমাস চাকরি করলেন, তারপর আবার ফিরে গেলেন সেন্ট পিটার্সবার্গে। সেখানে ভর্তি হলেন জৈবরসায়নে, মাস্টার্সে। একমনে পড়াশোনা শেষে ডিগ্রি ও বৃত্তি নিয়ে তারপর পাড়ি জমালেন জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৮৬১ সালে আবার ফিরলেন রাশিয়া। সেন্ট পিটার্সবার্গের একটি প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটে যোগ দিলেন অধ্যাপনায়। উশকো-খুশকো চুল, লম্বা দাঁড়ি পাগলাটে দেখতে মানুষটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন দারুণ জনপ্রিয়। ততদিনে বিশ্ব-রসায়ন খেই হারিয়ে পথ খুঁজছে। রসায়নবিজ্ঞানীরা অনেকগুলো মৌল আবিষ্কার করেছেন বটে, কিন্তু এগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক বা সাধারণ নাম নিয়ে একমত ছিলেন না কেউই। ২৭ বছরের তরুণ মেন্ডেলিভ এ অবস্থা পরিবর্তন করতে চান। তবে পর্যায় সারণি বানিয়ে ফেলার পরিকল্পনা তাঁর ঠিক ছিল না।

তিনি একটা বই লিখলেন জৈবরসায়ন নিয়ে। নাম, অর্গানিক কেমিস্ট্রি (১৮৬১)। তাঁর বইটিকে সেকালে লেখা এ বিষয়ের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বই বলে মনে করা হয়। অথচ মেন্ডেলিভ টের পেলেন, এ জিনিস কেউ বুঝতে পারছে না। শিক্ষার্থীরা খেই হারিয়ে ফিরছে। এ অবস্থার কারণ ওটাইমৌলগুলোর কোনো শ্রেণিবিন্যাস নেই, নেই কোনো সাধারণ নাম। এদের আচার-আচরণের ধরন-ধারণ নিয়েও একটা ঘোলাটে অবস্থা। অথচ মেন্ডেলিভ বুঝতে পারছেন না, শিক্ষার্থীদের এ সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায়।

সমস্যাটা তিনি আরও ভালো টের পেলেন পরের বইটা লিখতে গিয়ে। এবারে লিখছেন মৌলদের নিয়ে। বইয়ের নাম, প্রিন্সিপাল অব কেমিস্ট্রি। তাঁর উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধান করা। সেজন্য প্রথমে সাধারণ কিছু মৌল নিয়ে লিখলেন। যেমন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন। তারপর লিখলেন হ্যালোজেনদের নিয়ে (বর্তমানে এ মৌলগুলোর অবস্থান আধুনিক পর্যায় সারণির ১৭তম কলামে)। এর মধ্যে রয়েছে ক্লোরিন, ফ্লুরিন ইত্যাদি মৌল। এরা খুব সহজে বিক্রিয়া করে। কিন্তু তিনি এসব মৌলকে সাজাচ্ছেন পারমাণবিক ভর অনুযায়ী। আর সাজাতে গিয়ে বারবার সমস্যায় পড়ছেন। ঝামেলা বাঁধছে একের পর এক। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে থমকে যাচ্ছেন বারবার।

সে সময় মৌলদের সাজানো হতো দুভাবে। এক, পারমাণবিক ভরের ক্রমানুসারে। আর দুই, তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। যেমন ধাতুদের একসঙ্গে রাখা হতো, গ্যাসগুলো থাকত একসঙ্গে। মেন্ডেলিভ খুব চান, সাজানোর এই দুই মূলনীতিকে এক সুতোয় গাঁথতে। কিন্তু সমাধান মিলছে না কিছুতেই।

এ সমাধান মেলাতেই মেন্ডেলিভ বানালেন ওই কার্ডগুলো। যেখানেই যান, ওগুলো সঙ্গে নিয়ে তার। তারপরেই সেই ঘটনা, যেটা শুরুতে বলেছি। ‘স্বপ্নে পাওয়া সমাধান’অন্তত মেন্ডেলিভের ভাষ্যমতে, বদলে দিল রসায়নের ইতিহাস।

পর্যায় সারণি বানাতে গিয়ে মেন্ডেলিভ কিছু দারুণ পদক্ষেপ নেন। এই পদক্ষেপগুলোই বদলে দেয় সব। তখনো মানুষ পারমাণবিক সংখ্যার কথা জানে না। মেন্ডেলিভ মৌলগুলোকে সাজালেন ভর হিসেবে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি ভারী মৌলকে পরে বসিয়ে তুলনামূলক হালকা মৌলকে আগে বসান। যেমন টেলুরিয়াম (ভর: ১২৭.৬) আয়োডিনের (১২৬.৯) চেয়ে কিছুটা ভারী। কিন্তু মেন্ডেলিভ টেলুরিয়ামকে আগে বসান, অক্সিজেন যে সারিতে রয়েছে, সে সারিতে। আর আয়োডিনকে বসান পরে। কারণ, টেলুরিয়ামের যোজ্যতা বৈশিষ্ট্য ছিল অক্সিজেনের মতো। এরকম করে বসাতে গিয়ে কিছু ফাঁকা ঘর রয়ে গেল। মেন্ডেলিভ অনুমান করলেন, এসব ঘরে যেসব মৌল বসবে, সেগুলো এখনো আবিষ্কৃত হয়নি! যেমন গ্যালিয়াম, জার্মেনিয়াম ও স্ক্যান্ডিয়াম ১৮৭১ সালেও অনাবিষ্কৃত, অজানা। মেন্ডেলিভ এগুলোর ভর ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য অনুমান করেন। বলেন, এ মৌলগুলো এই তিনটি ঘরে বসবে। (পরে দেখা যায়, তাঁর অনুমান একদম কাছাকাছি ছিল।) এ সময় তিনি কিছু মৌলের পারমাণবিক ভর আরও নিখুঁতভাবে বেরও করেন।

পর্যায় সারণি তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি সেভাবে। তবে ১৮৭৫ সালে যখন গ্যালিয়াম আবিষ্কৃত হলো এবং মেন্ডেলিভের বলে দেওয়া অ্যালুমিনিয়ামের নিচের ঘরের ‘ইকা-অ্যালুমিনিয়াম’ বা ‘অ্যালুমিনিয়ামের মতো’ ঘরের অনাবিষ্কৃত মৌলটির সঙ্গে এর সব বৈশিষ্ট্য মিলে গেল, তখন বিজ্ঞানীরা বুঝতে শুরু করলেন, মেন্ডেলিভ কী করে গেছেন!

এ পর্যায়ে এসে বলা প্রয়োজন, মেন্ডেলিভ একাই একশ ছিলেন, এমন নয়। আইনস্টাইন যেমন আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য নির্ভর করেছেন তাঁদের আগের বিজ্ঞানীদের অবদান ও আবিষ্কৃত জ্ঞানের ওপর, মেন্ডেলিভও তা-ই করেছেন। তবে তিনি একা রসায়নকে যতটা এগিয়ে দিয়েছেন, তা অনন্য।

প্রায় ৪০০ বই ও অনেক গবেষণা প্রবন্ধ লিখেছেন মেন্ডেলিভ। পর্যায় সারণি ছাড়াও রসায়নে তাঁর আরও অনেক অবদান রয়েছে। সংক্ষিপ্ত এ লেখায় ওসব আপাতত থাকুক। পরে কখনো নাহয় আলোচনা করা যাবে।

ততদিনে তাঁর কর্মক্ষেত্রও বদলে গেছে। ১৯৬৫ সালে সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগে যোগ দেন মেন্ডেলিভ। ১৮৯০ সাল পর্যন্ত সেখানে কর্মরত ছিলেন অধ্যাপক হিসেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান এক ছাত্রদের আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে তিনি এ পদ থেকে ইস্তফা দেন। পরে সরকারের পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন কিছুদিন। ১৮৯৩ সালে যোগ দেন রাশিয়ার সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ওয়েট অ্যান্ড মেজার-এ, পরিচালক পদে।

১৯০৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মারা যান এ মহান রসায়নবিদ। যতদিনে তাঁর অবদানের মর্ম বুঝেছে বিশ্ব, ততদিনে তাঁকে আর নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মান জানানোর উপায় নেই। নোবেলবঞ্চিত রয়ে যান মেন্ডেলিভ। কিন্তু তাঁর নাম হয়ে ওঠে পর্যায় সারণির সমার্থক। রসায়নের ইতিহাসে তিনি অমর, অক্ষয়।

১৯০৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মারা যান এ মহান রসায়নবিদ। যতদিনে তাঁর অবদানের মর্ম বুঝেছে বিশ্ব, ততদিনে তাঁকে আর নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মান জানানোর উপায় নেই। নোবেলবঞ্চিত রয়ে যান মেন্ডেলিভ। কিন্তু তাঁর নাম হয়ে ওঠে পর্যায় সারণির সমার্থক। রসায়নের ইতিহাসে তিনি অমর, অক্ষয়।

বইয়ের গন্ধরহস্য

রুকাইয়া জহির

নতুন বইয়ের গন্ধকে তিনটি মূল উৎসে ভাগ করা যেতে পারে। ১. বইয়ের কাগজ ও এটি প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত রাসায়নিক, ২. বইটি মুদ্রণে ব্যবহৃত কালি এবং ৩. বই বাঁধাইয়ে ব্যবহৃত আঠা।

আমরা প্রত্যেকেই পুরোনো বইয়ের সুরভির সঙ্গে সুপরিচিত। লাইব্রেরি কিংবা সেকেন্ড হ্যান্ড বইয়ের দোকানগুলোতে যে অদ্ভুতভাবে মাতাল করা ম—ম গন্ধটি ছড়িয়ে থাকে। একইভাবে, নতুন কেনা বইয়ের পাতা খুলে নতুন ছাপানো কালি আর কাগজের সুগন্ধ কে না উপভোগ করে? অন্য সব সুগন্ধির মতো নতুন—পুরোনো বইয়ের গন্ধের পেছনে কিছু রাসায়নিক উৎস রয়েছে। কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে এই রাসায়নিক যৌগগুলো ও তাদের প্রক্রিয়াগুলো পর্যবেক্ষণ করা যায়।

বেশ কিছু কারণে নতুন বইয়ের গন্ধ যতখানি পাওয়া যায়, তার নির্দিষ্ট যৌগিক অবস্থান নির্ধারণ করা বেশ কঠিন। প্রথমত, এ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা খুব অল্প। আসলে এর স্বল্পতার কারণ, অগ্রাধিকারের তালিকায় না থাকা। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন বইয়ে আলাদা আলাদা রাসায়নিক ব্যবহারের কারণে একটি বই অন্য বইয়ের থেকে আলাদা গন্ধ ছড়ায়। এ ছাড়া এই গবেষণা উপেক্ষিত থাকার আরও একটি কারণ হচ্ছে, এতে শত শত রাসায়নিক যৌগের উপস্থিতি। নতুন বইয়ের গন্ধকে তিনটি মূল উৎসে ভাগ করা যেতে পারে। ১. বইয়ের কাগজ ও এটি প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত রাসায়নিক, ২. বইটি মুদ্রণে ব্যবহৃত কালি এবং ৩. বই বাঁধাইয়ে ব্যবহৃত আঠা। সাধারণত অ্যাসিড হাইড্রোলাইসিস এই প্রক্রিয়াগুলো বিস্তৃত উদ্বায়ী জৈব যৌগ তৈরি করে, ফলেই পুরোনো বইয়ের গন্ধের সৃষ্টি কাগজ উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। যদিও কাঠের মণ্ড

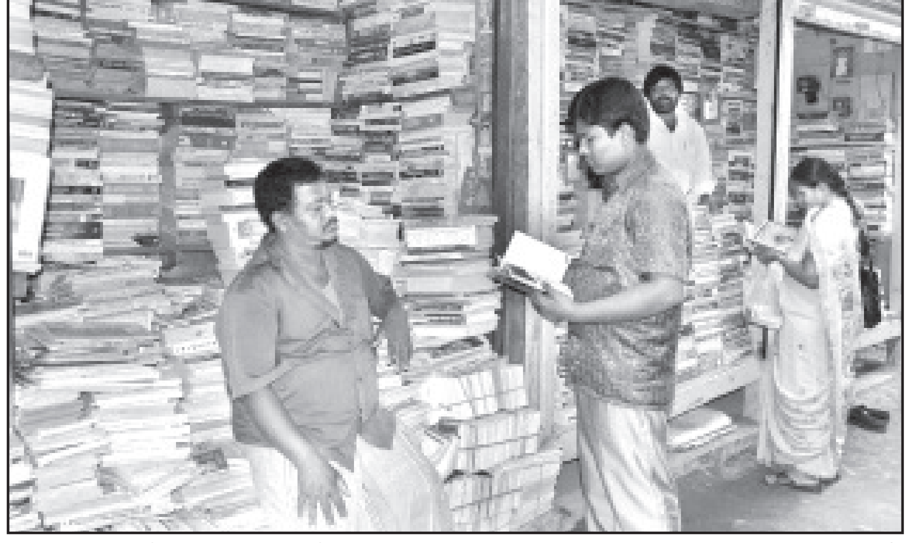

থেকে বৃহৎ পরিমাণে কাগজ তৈরি করা হয় (কিছু তুলা ও সুতা থেকেও হয়), সেখানে কস্টিক সোডা হিসেবে সোডিয়াম হাইড্রো—অক্সাইড থাকে, যেটা মণ্ডর তন্তুকে ফুলে উঠতে এবং এর পিএইচ বৃদ্ধিতে কাজ করে। এরপর এই তন্তুগুলোকে সাদা করার জন্য হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডসহ আরও কয়েকটি রাসায়নিকের সঙ্গে মেশানো হয়। এ ছাড়া প্রচুর পানিও মেশানো হয়। এই পানিতে কাগজের বৈশিষ্ট্য উৎপন্নকারী বিভিন্ন অ্যাডিটিভ মিশ্রিত থাকে। যেমন একেডি (অ্যালকাইল কিটিন ডাইমার)। এটা সাধারণত কাগজের পানি প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাইজিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। এ ছাড়া আরও কিছু যৌগ ব্যবহৃত হয়।

এত এত রাসায়নিকের ভিড়ে শুধু যেসব রাসায়নিক বাতাসের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটায় এবং বাতাসে উদ্বায়ী যৌগ (ভিওসি) ছড়াতে পারে, আমরা কেবল তাদের গন্ধ শনাক্ত করতে পারি। মুদ্রণের কালি ও বাইন্ডিংয়ে ব্যবহৃত আঠার ক্ষেত্রেও একই কথা। বাইন্ডিংয়ের বেঁধে থাকে। এ ছাড়া কাগজের আঠা ও কালির পার্থক্য নতুন বইয়ের গন্ধকে প্রভাবিত করে। সুতরাং সব নতুন বই থেকে একই গন্ধ পাওয়া যায় না। সম্ভবত কোনো গবেষণায় এখনো বইয়ের সুগন্ধির সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়নি।

কিন্তু যে সুগন্ধি নিয়ে সবচেয়ে বেশি গবেষণা চালানো হয়েছে, সেটি হচ্ছে পুরোনো বইয়ের গন্ধ। এর কারণ, যেসব জৈব যৌগ পরিবেশে ছড়ায়, তাদের ঘনত্ব মূল্যায়ন করা। ফলে গন্ধে অবদান রাখা অনেকগুলো যৌগের মধ্যে কিছুটা বেশি নিশ্চিত হওয়া যায়। সাধারণত কাগজের যৌগগুলোর রাসায়নিক ভাঙনের ফলে এই গন্ধ পাওয়া যায়। যার মধ্যে ১০০ বছর আগের বইয়ের তুলনায় আধুনিক বইয়ে সেলুলোজ ও লিগনিনের উপস্থিতি অনেকাংশে কম। এই দুই উপাদানই গাছ থেকে পাওয়া যায়। আবার নিউজপ্রিন্টের কাগজে লিগনিন তুলনামূলকভাবে কম। এটি জারণ প্রক্রিয়ায় অ্যাসিডে বিভক্ত হয়ে সেলুলোজকে ভাঙতে সাহায্য করে। এটিই মূলত বয়সের সঙ্গে কাগজের হলদেটে ভাবের জন্য দায়ী। ‘পুরোনো বইয়ের গন্ধ’ ব্যাপারটা এই রাসায়নিক ক্ষয়ের ফলেই উদ্ভূত। আধুনিক উচ্চমানের কাগজ হয়তো লিগনিনকে অপসারণ করে প্রক্রিয়াজাত করা সম্ভব, কিন্তু আশপাশের অ্যাসিডের কারণে সেলুলোজের ভাঙন অনেক ধীরগতির হলেও চলবেই।

আপনি যদি ইতিমধ্যে এই নতুন কিংবা পুরোনো কোনো বইয়ের পর্যাপ্ত গন্ধ না পেয়ে থাকেন, তাহলে জেনে নিশ্চয়ই অবাক হবেন, এই গন্ধগুলো বাজারে কিনতেও পাওয়া যায়।

সাধারণত অ্যাসিড হাইড্রোলাইসিস এই প্রক্রিয়াগুলো বিস্তৃত উদ্বায়ী জৈব যৌগ তৈরি করে, যার ফলে পুরোনো বইয়ের গন্ধের সৃষ্টি। কিছুসংখ্যক নির্বাচিত অংশ তাদের জোরালো করে, যেমন বেনজালডিহাইড একটি বাদামের মতো সুগন্ধ ছড়ায়, ভ্যানিলিন ভ্যানিলার গন্ধ যুক্ত করে, ইথাইল বেনজিন ও টলুইন মিষ্টি গন্ধ উৎপন্ন করে এবং ২-ইথাইল হেক্সানল মৃদু ফুলের গন্ধ ছড়ায়। এই প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত অন্যান্য অ্যালডিহাইড ও অ্যালকোহলের গন্ধ হালকা হলেও এরাও অবদান রাখে। এ ছাড়া উৎপাদিত অন্যান্য যৌগ পুরোনো বইয়ের অবক্ষয়ের পরিমাণ নির্দেশক প্রয়োজনীয় যৌগও চিহ্নিত হয়েছে। ফুরফরাল তাদের মধ্যে অন্যতম। আঠারো শতকের মাঝামাঝি কিংবা আরও পরে প্রকাশিত বই থেকে ছড়ানো ফুরফরালের ওপর নির্ভর করে এর বয়স ও রচনা নির্ধারণ করা হয়। তুলা বা লিনেন (শণ) কাগজে রচিত বইগুলো থেকে উৎপাদিত গন্ধের তীব্রতা এর প্রকাশের বর্ষের সঙ্গে বাড়তে থাকে। পরিশেষে বলা যায়, অনেকগুলো সুগন্ধির মধ্য থেকে আমরা কোনো নির্দিষ্ট একটা যৌগ বা যৌগিক পরিবারকে সুগন্ধির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি না। তবে আমরা সম্ভাব্য অবদানকারীদের শনাক্ত করতেই পারি।

কিন্তু আপনি যদি ইতিমধ্যে এই নতুন কিংবা পুরোনো কোনো বইয়ের পর্যাপ্ত গন্ধ না পেয়ে থাকেন, তাহলে জেনে নিশ্চয়ই অবাক হবেন, এই গন্ধগুলো বাজারে কিনতেও পাওয়া যায়।

বইয়ের গন্ধের রসায়ন নতুন কিংবা পুরোনোউভয় প্রকার বই-ই শ খানেক বিভিন্ন প্রকারের উদ্বায়ী যৌগ কিংবা ভিওসি ছড়ায়। এই যৌগগুলোর আবার রয়েছে বৈচিত্র্যময় উৎস। কিছু আসে যৌগের ক্ষয়ের ফলে আর বাকিটা বই তৈরির কাগজের ধরন, বাইন্ডিং আঠা আর মুদ্রণের কালি থেকে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিহারে রেল সংযোগ বৃদ্ধি করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাক্সৌল ও যোগবাণীর মধ্যে নতুন এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন করবেন

মালিগাঁও, ৫ মার্চ, ২০২৪: রেল সংযোগ বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ হিসেবে আরও একটি নতুন ট্রেন পরিষেবা রাক্সৌল জং.-যোগবাণীর মধ্যে চালু করা হবে। ৬ মার্চ, ২০২৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি এই উদ্বোধনী স্পেশাল এক্সপ্রেস ট্রেনটির শুভ সূচনা করবেন। ট্রেন নং. ১৫৫০১/১৫৫০২ (রাক্সৌল জং.-যোগবাণী-রাক্সৌল জং.) দ্বি-সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসের নিয়মিত পরিষেবা শুরু হবে ১১ মার্চ, ২০২৪ তারিখ থেকে। এই এক্সপ্রেস ট্রেনটি বিহারের জনগণের জন্য রেল সংযোগ বৃদ্ধি করবে, ব্যবসা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে উৎসাহিত করবে। নীচের বর্ণনা অনুযায়ী এই ট্রেনের পরিষেবাগুলি চলবে। উদ্বোধনী স্পেশাল এক্সপ্রেস ট্রেন নং. ০৫৫২৯ (রাক্সৌল জং.-যোগবাণী উদ্বোধনী স্পেশাল) এক্সপ্রেস রাক্সৌল জং. থেকে ৬ মার্চ, ২০২৪ তারিখে (বুধবার) ১৫.০০ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং পরের দিন ০০.৩০ ঘণ্টায় যোগবাণী পৌঁছবে। এর নিয়মিত পরিষেবার সময়, ট্রেন নং. ১৫৫০১ (রাক্সৌল জং.-যোগবাণী) এক্সপ্রেস রাক্সৌল জং. থেকে ১১ মার্চ, ২০২৪ তারিখ থেকে প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার ১২.৪০ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং একই দিনে ২২.৩০ ঘণ্টায় যোগবাণী পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ১৫৫০২ (যোগবাণী-রাক্সৌল জং.) এক্সপ্রেস যোগবাণী থেকে ১১ মার্চ, ২০২৪ তারিখ থেকে প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার ২৩.৪৫ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং পরের দিন ১১.১৫ ঘণ্টায় রাক্সৌল জং. পৌঁছবে। উভয় পথে যাত্রার সময়, এই এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঘোরাসাহান, সিতামারহি জং., দ্বারভাঙ্গা জং., সাকরি জং., ঝাঞ্ঝারপুর, ঘোগহারদিহা, নির্মালি, সরাইগড় জং., রাঘোপুর, ললিতগ্রাম, নরপতিগঞ্জ ও ফরবেসগঞ্জ জং.-এ স্টপেজ দিবে। যাত্রীদের জন্য একটি এসি ৩-টিয়ার, পাঁচটি স্লিপার ক্লাস, চারটি জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস কোচ থাকবে।এই ট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

কালিয়াচক থেকে ১২ কোটির ব্রাউন সুগার সহ ধৃত এক, পলাতক মূল অভিযুক্ত

কালিয়াচক, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.) : ফের মালদা জেলা থেকে উদ্ধার প্রচুর পরিমানে ব্রাউন সুগার। রবিবার ভোররাতে অভিযান ১১ কেজি ৫৯০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে কালিয়াচক থানার পুলিশ। যার আনুমানিক বাজার মূল্যও কয়েক কোটি টাকা বলে পুলিশের অনুমান। এই ঘটনায় গ্রেফতার হয় এক মাদক কারবারি। যদিও মূল অভিযুক্ত পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। তবে তার নাগাল পেতে তৎপর পুলিশ। এদিন দুপুরে ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করে ১৪ দিনের হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতের নাম সতীশ মন্ডল। তার বাড়ি মালদা জেলার আকন্দবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রামনগর গ্রামে। তার বাড়ি থেকে ১১ কেজি ৫৯০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কালিয়াচক থানার পুলিশ রবিবার ভোররাতে একটি অভিযান চালায় রামনগর গ্রামে। সূত্র মারফৎ পুলিশ জানতে পারে ওই গ্রামের বাসিন্দা চৈতন্য মণ্ডল ও তার বাবা সতীশ মন্ডল দুজনে দীর্ঘদিন ধরে ব্রাউন সুগারের কারবার চালিয়ে যাচ্ছিল। ভিন রাজ্য থেকে সংগ্রহ করে এলাকায় খুচরো ও পাইকারি ভাবে বিক্রি করতো দুইজনে। পুলিশ জানতে পারে সম্প্রতি বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার চৈতন্য মণ্ডল বাড়িতে মজুত করে রেখেছে। খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ ছুটে যায় ওই এলাকায়। চৈতন্য মন্ডলের বাড়ি ঘিরে ফেলে পুলিশ। পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় চৈতন্য মন্ডল। কিন্তু পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় তার বাবা সতীশ মন্ডল। চৈতন্য মন্ডলের ঘরে তল্লাশি চালিয়ে তার শোবার ঘর থেকে ১১ কেজি ৫৯০ গ্রাম উন্নত মানের ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। তারপরেই সতীশ মন্ডলকে গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগারের বর্তমান বাজারদর ১২ কোটি টাকার ওপরে। ধৃত সতীশ মন্ডলকে এদিন মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। অপরদিকে পলাতক চৈতন্য মণ্ডলের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। এদিন দুপুরে ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। আদালত ধৃতকে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে।

মালদা জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব বলেন, সতীশের বাড়ি থেকে মোট ১১ কেজি ৫৯০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। সতীশ মন্ডলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার গুলি কোথা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং কোথায় বিক্রি করার পরিকল্পনা ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই কারবারের পিছনে কে বা কারা যুক্ত রয়েছে তার তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ।

‘মানুষের ক্ষোভ হল আমাদের কাছে আশীর্বাদ’, দলীয় কর্মীদের বিচলিত না হওয়ার পরামর্শ অভিষেকের

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.) : পঞ্চায়েত ভোটের আগে জনসংযোগ বাড়াতে ‘দিদির দূত’ পাঠাচ্ছে তৃণমূল। বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে দিদির দূতদের। এনিয়ে দলীয় কর্মীদের বিচলিত না হওয়ার পরামর্শ দিলেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, ‘মানুষ যাদের থেকে কাজের আশা করছে তাদের কাছেই ক্ষোভ জানায়। মানুষের ক্ষোভ হল আমাদের কাছে আশীর্বাদ, ভালোবাসা। মানুষের জন্য আমরা কাজ করে যাব।’ মূলত জনসংযোগ বাড়াতে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচির আওতায় এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন নেতা থেকে শুরু করে মন্ত্রী সাংসদরা। সেখানে অনেকেই স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভের মুখে পড়ছেন, যার মধ্যে ছোট নেতা থেকে শুরু করে রয়েছে হেভিওয়েট নেতারাও। তাঁকে হাতিয়ার করে তৃণমূলকে আক্রমণ করছে বিজেপি।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘মানুষের যে সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলির কথা তো জানাবেই। মানুষের ক্ষোভ হল আমাদের কাছে আশীর্বাদ, ভালোবাসা। মানুষের জন্য আমরা কাজ করে যাব।’

এদিন বিজেপিকে নিশানা করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘আমরা ২০২১ সালে জিতেছি। ওদের কোনও সাংসদকে খুঁজে পাওয়া যায় না, ওদের কাউকে এলাকায় দেখতে পাওয়া যায় না। তাই মানুষ ওদের ক্ষোভের কথা জানাবে কীভাবে? আমরা দিল্লির বাবুদের কাছে মাথা নত করবো না।

তৃণমূলের কাছে মানুষ ক্ষোভ জানাচ্ছে। আমি নিজেই দিদির সুরক্ষা কবচে অংশ নেব।’

ঠাসা কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রীর, ১৩ মার্চ পর্যন্ত যাবেন দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.): লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ এগিয়ে আসছে, সেই মতো প্রস্তুতিও চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। আগামী ১৩ মার্চ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর, সরকারি অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি জনসভাও করবেন তিনি।

তেলেঙ্গানা থেকে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দেশ-সফর, এছাড়াও তামিলনাড়ু, ওড়িশা, জম্মু ও কাশ্মীর, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, জম্মু ও কাশ্মীর, অসম, অরুণাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট রাজস্থান এবং দিল্লিতে। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের স্বার্থে এই রাজ্যগুলিতে একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করেছে বিজেপি।

৫ মার্চ: মঙ্গলবার তেলঙ্গানায় একাধিক কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। সঙ্গারেড্ডীতে বেশ কিছু সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তিনি। তার পর সেখানে জনসভায় ভাষণ দেবেন। মঙ্গলবারই পাড়ি দেবেন ওড়িশার উদ্দেশে। ওড়িশার চণ্ডীখোলে একাধিক সরকারি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মোদী। একই ভাবে সেখানেও রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সভা। তার পর পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশে পাড়ি দেবেন তিনি।

৬ মার্চ: বুধবার কলকাতায় আসবেন প্রধানমন্ত্রী। ১৫,৪০০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন করার কথা রয়েছে তাঁর। প্রধানমন্ত্রীর হাতেই ওই দিন হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত গঙ্গার নীচ দিয়ে চলা মেট্রোর উদ্বোধন হবে। তার পর বারাসতে জনসভা করবেন মোদী। ৬ তারিখেই পৌঁছে যাবেন বিহারে। সেখানে ১২,৮০০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন।

৭ মার্চ: চতুর্থ দিনে মোদী যাবেন জম্মু ও কাশ্মীরে। শ্রীনগরের বক্সী স্টেডিয়ামে একটি জনসভা করার কথা রয়েছে তাঁর। ২০১৯ সালের অগস্টে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর এই প্রথম কাশ্মীর উপত্যকায় পা রাখতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। এর আগে জম্মুতে সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধনে গিয়েছিলেন তিনি। কাশ্মীর থেকে দিল্লিতে ফিরবেন তিনি।

৮ মার্চ: দিল্লিতে প্রথম ন্যাশানল ক্রিয়েটরস্ অ্যাওয়ার্ডে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে নিজেই সে কথা জানিয়েছিলেন। শুক্রবার দিল্লি থেকে তিনি চলে যাবেন অসমে। সেখানে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন।

৯ মার্চ: শনিবার অরুণাচল প্রদেশে যাবেন মোদী। পশ্চিম কামেঙে তিনি সেলা টানেল উদ্বোধন করবেন। তার পর রাজধানী ইটানগরে গিয়ে সরকারি কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। আবার সেখান থেকে যাবেন অসমে। জোরহাটে লাচিত বোড়ফুকনের মূর্তি উন্মোচন করবেন মোদী। ফিরে আসবেন পশ্চিমবঙ্গে। ওই দিনই শিলিগুড়িতে বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।

১০ মার্চ: রবিবার বাংলা থেকে উত্তরপ্রদেশে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। আজমগড়ে বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। মঞ্চে থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও।

১১ মার্চ: সোমবার আবার দিল্লিতে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে ‘নমো ড্রোন দিদি’, ‘লাখপতি দিদি’র মতো বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তিনি।

দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ের হরিয়ানা শাখার উদ্বোধনও হবে তাঁর হাতে। তার পর ডিআরডো-র একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মোদী।

১২ মার্চ: নবম দিনে নিজের রাজ্য গুজরাতে যাবেন মোদী। সবরমতিতে কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। সেখান থেকে যাবেন রাজস্থানে। পোখরান এবং জয়সলমীরে যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর।

১৩ মার্চ: শেষ পর্যায়ে ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে গুজরাত এবং অসমে মোট তিনটি সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

হাইলাকান্দিতে প্রকল্পগুলি দ্রুত শেষ করার নির্দেশ

হাইলাকান্দি (অসম), ৫ মার্চ (হি.স.) : হাইলাকান্দিতে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত জেলা উন্নয়ন কমিটির এক সভায় জেলায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলার প্রকল্পগুলি দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ডিডিসি অ্যালডার্ড ফারহীন সভায় পৌরোহিত্য করে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে দেশের যে ১১২ টি জেলাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী বা এসপিরেশনাল ডিসট্রিক্ট হিসেবে ঘোষণা করে উন্নয়ন মূলক কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে যেতে যে বিশেষ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে এই নির্দেশ দেন।

শিক্ষা বিভাগ থেকে সভায় জানানো হয় যে জেলার চা বাগান গুলির ১২৮ জন শিক্ষককে রেশনেলাইজেশনের আওতায় আনা হবে। পাশাপাশি জেলার ৪৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের অযোগ্য টয়লেট পুনরায় চালু করতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কৃষি বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে জেলায় রাসায়নিক সারের মজুত পর্যাপ্ত রয়েছে।

বিভাগ থেকে আরও জানানো হয় যে জেলার ৬৪ হাজার ৬৪৩ জন কৃষক প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধির ১৬তম কিস্তি পেয়েছেন। এছাড়া জেলায় লক্ষ্যমাত্রা ৬ হাজার মেট্রিক টনের মধ্যে এ পর্যন্ত ১২ ৮৪ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে। স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিশন থেকে জানানো হয়েছে জেলায় ৭২৮ জন চাকরি প্রার্থীকে দক্ষতা বিকাশের ট্রেনিং দিয়ে ১২৫ জনকে বিভিন্ন বড় বেসরকারি সংস্থায় চাকরি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে।

ফের তাপমাত্রা কমার পূর্বাভাস, বুধবারের পর বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি.স.): বুধবারের পর বৃষ্টির আর কোনও সম্ভাবনা নেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে, আগামী তিন দিনে সামান্য তাপমাত্রা কমতে পারে, এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী তিন দিনে তাপমাত্রার পতন লক্ষ করা যেতে পারে। তবে তার পর আবার গরম বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায়। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় আগামী তিন দিনে রাতের দিকের তাপমাত্রা দু’ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে। তবে এই আবহাওয়া বেশি দিন স্থায়ী হবে না। তিন দিন পর রাজ্যজুড়ে তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তিন দিন পরে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA: TRIPURA
Notice Inviting e Tender
PNIe-T-No: 15/EE/DIV-I/AMC/2023-24/ Dated 04-03-2024

Sl No.	Name of the Work	Estimated cost	Earnest Money	Last time and date of submission	Time for completion
1	Construction of RCC drain and C.c road at sahapara M.B Tilla under ward No 39 AMC. DNIeT No. 41/EE/Div-II/AMC/2023-24	55,04,855	21,881.00	18/03/2024 at 15.00 Hrs.	90 Days
2	Construction of drain and C.c road at gali road of uttam Das and Ajoy sen near kouravs club under ward No 39 AMC DNIeT No. 40/EE/Div-II/AMC/2023-24	16,16,521.00	32,330.00		
3	Construction of C.C roadalong with its allied works at gali road Sankar Datta under Ward No. 39 AMC DNIeT No. 39/EE/Div-II/AMC/2023-24	7,65,861.00	15,317.00		
4	Construction of RCC drain & C.C road gali road of Bachu Majumder A.D Nagar road No 07 under Ward No. 39 AMC DNIeT No. 38/EE/Div-II/AMC/2023-24	28,29,254.00	56,585.00		
5	Construction of drain & C.C Road at Baganbari under Ward No 39, AMC DNIeT No. 37/EE/Div-II/AMC/2023-24	24,09,080.00	48,182.00		
6	Mtc of drain and construction of C.C road of Manisha Nag under ward No 39 AMC. DNIeT No. 36/EE/Div-II/AMC/2023-24	10,94,036.00	21,881.00		
7	Construction of drain and C.C road at gali road of Aninda Bhattacharya near ward office under ward No 39 AMC. DNIeT No. 35/EE/Div-II/AMC/2023-24	7,64,236.00	15,285.00		
8	Construction of RCC drain and C.C road at gali road of Bapi Paul under ward no 39 AMC. DNIeT No. 34/EE/Div-II/AMC/2023-24	10,14,827.00	20,297.00		
9	Construction of RCC drain and C.C road at gali road of savitri chakraborty under Ward No 39 AMC. DNIeT No. 33/EE/Div-II/AMC/2023-24	9,78,290.00	19,566.00		

The Executive Engineer, PW DIV-III, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, invites online percentage rate bids, on open bidding format for following work(S):-
Bid Forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

(Er. J. Chakraborti)
Executive Engineer,
PW Division- III,
Agartala Municipal Corporation.

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA: TRIPURA
Notice Inviting e Tender
PNIe-T-No: 09/EE/DWS/AMC/2023-24/ Dated 04-03-2024
The Executive Engineer, DWS Division, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor. AMC, invites online Percentage rate bids, on open bidding format for following work (s):-

Sl No.	DNIeT No	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIeT No. 19/EE/ DWS/AMC/2023-24	Rs. 840793	Rs. 16815	90 Days

1. Last time and date of submission of bid:- 18-03-2024. 15.00 Hrs.
2. Time and date of opening of bid: 18-03-2024 at 16.00 Hrs (If possible)
3. Bid forms and other details can obtained from website https://tripuratenders.gov.in.

(Er. J. Chakraborti)
Executive Engineer,
DWS Division
Agartala Municipal Corporation.

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA: TRIPURA
Notice Inviting e Tender
PNIe-T-No: 10/EE/DIV-I/AMC/2023-24/ Dated 04-03-2024

Sl No.	DNIET No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E.T. No. 28/EE/DIV-I/AMC/2023-24	20,89,492	41,790	60(Sixty) days
2	D.N.I.E.T. No. 29/EE/DIV-I/AMC/2023-24	1,45,56,421	2,91,128	90(Ninety) days
3	D.N.I.E.T. No. 30/EE/DIV-I/AMC/2023-24	1,45,16,746	2,90,335	90(Ninety) days
4	D.N.I.E.T. No. 31/EE/DIV-I/AMC/2023-24	1,14,37,312	2,28,746	90(Ninety) days
5	D.N.I.E.T. No. 32/EE/DIV-I/AMC/2023-24	1,38,20,439	2,76,409	90(Ninety) days

1. Last time and date of submission of bid:- 18-03-2024. 15.00 Hrs.
2. Time and date of opening of bid: 18-03-2024 at 16.00 Hrs (If possible)
3. Bid forms and other details can obtained from website https://tripuratenders.gov.in.

Executive Engineer,
PW Division -I
Agartala Municipal Corporation.

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER
AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
No. F.1-01/GS/AMC/2021/18245-18247 Dated : 5th March, 2024
NOTIFICATION
In continuation to this office Notification No. F1-01/GS/AMC/2021/11257 Dated 24, 11.2023 published in the local daily News papers inviting applications for the post of Ward Secretaries under AMC, a Competency Test will be held at City Centre, Head Office, 3 Floor as per the below mentioned schedule.

Date of Competency Test	TIme of Competency Test	Token Number of the applicant as per Acknowledgement slip issued during receipt of applications.
12.03.2024	10.30 AM to 11:00 AM	01 to 50
	11.15 AM to 11.45 AM	51 to 100
	12.00 Noon to 12.30 PM	101 to 150
	12.45 PM to 1.15 PM	151 to 200
	1.30 PM to 2.00 PM	201 to 250
	2.30 PM to 3.00 PM	251 to 300
	3.15 PM to 3.45 PM	301 to 350
	4.00 PM to 4.30 PM	351 to 400
	4.45 PM to 5.15 PM	401 to 450
13.03.2024	10.30 AM to 11:00 AM	451 to 500
	11.15 AM to 11.45 AM	501 to 550
	12.00 Noon to 12.30 PM	551 to 600
	12.45 PM to 1.15 PM	601 to 650
	1.30 PM to 2.00 PM	651 to 700
	2.30 PM to 3.00 PM	701 to 750
	3.15 PM to 3.45 PM	751 to 800
	4.00 PM to 4.30 PM	801 to 831

All concerned candidates are requested to appear before the Board as constituted for the purpose of the Competency Test on the date & time mentioned above along with his/her Acknowledgement Slip.
1. No TA/DA will be allowed for appearing before the Board.
2. No separate call letter will be issued to any candidate.
3. No extra date will be allowed to any absentee candidates.
4. Candidates are not allowed to appear without the Acknowledgement Slips issued by the AMC authority during submission of application.
5. Mobile phones/electronic gadgets etc, are banned in the test centre. Any mobile phone/ electronic gadget found in possession of any candidate in the premises, shall be confiscated forthwith and he/she will be debarred from appearing at the said Competency Test and will be subjected to legal complications.
6. The candidates are requested to report at City Centre, 3rd Floor of Agartala Municipal Corporation, at least half an hour before the commencement of the Competency Test as per their respective schedule time.
7. The applicant bearing receipt Acknowledgement Sl. No.: 289 has not fulfilled the eligibility criteria and hence not allowed to appear before the Competency Test.

Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

পাকা পেয়ারার চাটনি

বাজার থেকে অনেকগুলো পেয়ারা কিনেছিলেন। দু'দিন ফ্রিজে থেকেই পেকে গিয়েছে। পাকা পেয়ারা বাড়ির পোষা পাখিটি ছাড়া কারও মুখেই রোচে না। কিন্তু পাখি একা আর কত পেয়ারা খাবে? ফেলে দেওয়া ছাড়া তা হলে কি আর কোনও গতি নেই? রন্ধনশিল্পীদের কাছে এই ধরনের সমস্যার নানা রকম টোটকা থাকে। রন্ধনশিল্পী কুণাল কপূর নিজের সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন তেমনই একটি প্রণালী।

পাকা পেয়ারা দিয়ে কী ভাবে চাটনি রাঁধতে হয় তা-ও শিখিয়েছেন। তবে, সেই চাটনি একেবারেই মিষ্টি নয়। কিন্তু বাঙালিরা তো সবেতেই একটু মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন, তাই মূল রেসিপি না বদলে টক-ঝাল-নুনের সঙ্গে সামান্য একটু চিনি যোগ করা হয়েছে।

উপকরণ:

পাকা পেয়ারা: ২টি
সর্ষের তেল: ১ চা চামচ
পুদিনা পাতা: ১০-১৫টি
আদা কুচি: ১ চা চামচ
কাঁচা লঙ্কা: ১টি
লেবুর রস: ২ টেবিল চামচ
জিরে গুঁড়ো: আধ চা চামচ
চাট মশলা: ১ চা চামচ
বিটনুন: স্বাদ অনুযায়ী
চিনি: ১ চা চামচ
জল: আধ কাপ

প্রণালী:

১) প্রথমে পেয়ারাগুলি ভাল করে ধুয়ে, মুছে নিন। তার পর সামান্য সর্ষের তেল গায়ে মাখিয়ে রাখুন। ২) এ বার রুটি সেঁকার জাল গ্যাসের উপর বসিয়ে পেয়ারাগুলি একটু পুড়িয়ে নিন। হয়ে গেলে কিছু ক্ষণ ঢাকা দিয়ে রেখে দিন। ৩) একটি পাত্রে জল নিয়ে পেয়ারা গা থেকে পুড়ে যাওয়া খোসা ছাড়িয়ে নিতে হবে। ছোট ছোট টুকরো করে কেটেও রাখতে পারেন। ৪) ব্লেন্ডারে পেয়ারার টুকরো, নুন, চিনি, পুদিনা পাতা এবং সব রকম মশলা দিয়ে ভাল করে ব্লেন্ড করে নিন। ব্যস, চাটনি রেডি। ৫) এ বার পুরো বিষয়টি ছাঁকনিতে ছেঁকে নিতে পারেন। না চাইলে রেখেও দিতে পারেন।

ভেটকি মাছের মালাইকারি

চিংড়ির মালাইকারি খেতে ভালবাসেন। কিন্তু অ্যালার্জির ভয়ে তা খেতে পারেন না। অথচ এমন একটি পদের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার শোক কিছুতেই ভুলতে পারেন না। বাজারে তো আরও অনেক মাছ পাওয়া যায়। তা দিয়ে মালাইকারি রেঁধে দেখেছেন। খেতে তেমন ভাল লাগেনি। তবে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চিংড়ির বদলে কিন্তু ভেটকি রাখা যেতেই পারে। কী ভাবে রাঁধবেন ভেটকি মাছের মালাইকারি? রইল প্রণালী।

উপকরণ:

ভেটকি মাছ: ৫-৬ টুকরো
সর্ষের তেল: পরিমাণ মতো
পেঁয়াজ: ১ টি
আদা: কয়েক টুকরো
রসুন: ১০ কোয়া
কাজুবাদাম: ১০টি
নারকেলের দুধ: আধ কাপ
পোস্ত: ২ টেবিল চামচ
টোম্যাটো কুচি: আধ কাপ
কাঁচালঙ্কা: ২টি
কোরানো নারকেল: আধ কাপ
গোটা গরম মশলা: ১ টেবিল চামচ
তেজপাতা: ১টি
হলুদ গুঁড়ো: আধ চা চামচ
জিরে গুঁড়ো: আধ চা চামচ
ধনে গুঁড়ো: আধ চা চামচ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী
চিনি: স্বাদ অনুযায়ী

প্রণালী: ১) প্রথমে ভেটকি মাছগুলো ভাল করে ধুয়ে, নুন এবং হলুদ মাখিয়ে রাখুন। ২) এ বার মিক্সিতে পেঁয়াজ, আদা, রসুন বেটে নিন। কাজুবাদাম, পোস্ত এবং নারকেল কোরাও আলাদা করে বেটে নিতে হবে। ৩) কড়াইতে তেল গরম হলে ভেটকি মাছগুলো হালকা করে ভেজে তুলে রাখুন। ৪) ওই

তেলের মধ্যেই দিয়ে দিন গোটা গরম মশলা, তেজপাতা। পেঁয়াজ, আদা এবং রসুন বাটা দিয়ে ভাল করে ভেজে নিন। এর পর দিন টোম্যাটো কুচি এবং কাঁচালঙ্কা। ৫) ভাজার গন্ধ বেরোলে হলুদ, জিরে এবং ধনে গুঁড়ো দিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে। তার পর দিতে হবে কাজু, পোস্ত এবং নারকেল বাটার পেস্ট। ৬) ভাল করে কষিয়ে নিন। মশলা থেকে তেল বেরোতে শুরু করলে তার মধ্যে দিয়ে দিতে হবে নারকেলের দুধ। প্রয়োজনে সামান্য জল দেওয়া যেতে পারে। এই সময়েই দিতে হবে নুন এবং চিনি। ৭) ঝোল ফুটে উঠলে ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে দিতে হবে। মিনিট পাঁচেক ফুটিয়ে নামিয়ে নিলেই তৈরি ভেটকি মাছের মালাইকারি।

ডায়াবিটিসকে বশে রাখতে হলে কি কি করণীয়

শরীরে এক বার ডায়াবিটিস বাসা বাঁধলে জীবনে চলে আসে হাজার রকম বিধিনিষেধ। অতিরিক্ত মাত্রায় ক্যালোরি এবং কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাবার খাওয়া, কম ঘুমোনো, অবসাদ, উদ্বেগজনিত বিভিন্ন সমস্যার কারণে শর্করার মাত্রা ওঠানামা করতে শুরু করে। ঘরে ঘরে সেই কারণে এখন ডায়াবেটিকদের সংখ্যা বাড়ছে। ডায়াবিটিসকে বশে রাখতে হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ খাওয়ার পাশাপাশি খাওয়াদাওয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে।

তার সঙ্গে নিয়ম করে সকালে কিছু পানীয় খেলেও জব্দ হবে ডায়াবিটিস। আদা: প্রদাহ কমানোর ক্ষমতা থেকে জীবাণু নাশ, সব মুশকিল আসানেই আদা ব্যবহার করা হয়। আদার রস শরীরে ইনসুলিন তৈরিতে সাহায্য করে। আর ইনসুলিনের মাত্রা ঠিক

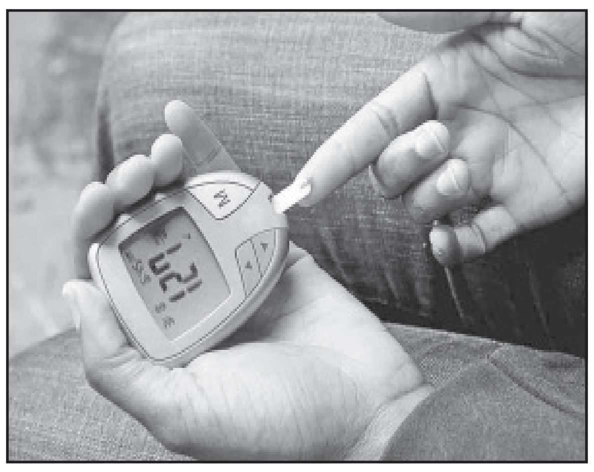

থাকলে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় রক্তের শর্করার মাত্রাও। ডায়াবেটিকদের জন্য সকালে উঠে আদা দেওয়া চা খাওয়া বেশ স্বাস্থ্যকর। হলুদ: হলুদে থাকা কারকিউমিন নামক যৌগ রক্তের শর্করার মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এ ক্ষেত্রে দুধের সঙ্গে হলুদ মিশিয়ে খেলে সবচেয়ে বেশি উপকার পাওয়া যায়। মেথি: ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে মেথি বেশ কার্যকর। সকালে মেথি ভেজানো জল হোক বা রান্নায় মেথি ফোড়ন, যে ভাবেই মেথি ব্যবহার করবেন, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে তাতেই। রোজ নিয়ম করে দারচিনি ভেজানো জল খেলে উপকার পেতে পারেন ডায়াবেটিকরা। দারচিনি: ডায়াবেটিকদের জন্য দারচিনি ভীষণ উপকারী। অল্প দারচিনির গুঁড়ো যদি রোজ রান্নায় ব্যবহার করা যায়, তবে শরীরে অনেক বেশি সক্রিয় থাকে ইনসুলিন হরমোন। আর তাতেই নিয়ন্ত্রণে থাকে রক্তের শর্করার মাত্রা। রোজ নিয়ম করে দারচিনি ভেজানো জল খেলেও উপকার পেতে পারেন ডায়াবেটিকরা। জয়িত্রী: অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টে ভরপুর জয়িত্রীও রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। চায়ের মধ্যে জয়িত্রী মিশিয়ে খেলে ডায়াবেটিক রোগীরা উপকার পাবেন।

এই প্রতিবেদনটি সচেতনতার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে। ডায়েটে কোনও রকম বদল আনার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

হাড়ের যত্নে ভিটামিন ডি

হাড়ের যত্নে ভিটামিন ডি-র ভূমিকা রয়েছে। এই ভিটামিনের প্রাকৃতিক উত হল সূর্যের আলো। দুধ, ডিম, পনিরের মতো সাধারণ কিছু খাবারেও এই ভিটামিন থাকে। তা সত্ত্বেও যদি শরীরে এই ভিটামিনের অভাব দেখা দেয়, তখন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সাপ্লিমেন্ট খাওয়া যেতে পারে। তবে রক্তে ভিটামিন ডি-র মাত্রা বেড়ে গেলে কিন্তু ঘোর বিপদ! এক বৃদ্ধের মৃত্যুর ঘটনায় সেই আশঙ্কা আরও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। জানা গিয়েছে, ৮৯ বছরের ওই বৃদ্ধ ইংল্যান্ডের সারে শহরের বাসিন্দা। মৃত্যুর আগে টানা ন'মাস ধরে ভিটামিন ডি-র সাপ্লিমেন্ট খাচ্ছিলেন তিনি। প্রথমে তাঁর রক্তে ক্যালশিয়ামের পরিমাণ বাড়তে শুরু করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে বলা হয়, হাইপারক্যালশেমিয়া। সেখান থেকেই বিষক্রিয়া এবং শেষে মৃত্যু। চিকিতকেরা জানিয়েছেন, হাইপারক্যালশেমিয়ার সঙ্গে ভিটামিন ডি-র প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। তাই এই ভিটামিন যেমন ভাল, তেমন মাত্রাছাড়া হলে আবার বিপদেরও। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথের মত অনুসারে, প্রাপ্তবয়স্কদের শরীরে ১০ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন ডি-র প্রয়োজন। তবে ব্যক্তিভেদে এই চাহিদা কমবেশি হতে পারে, পুরোটাই নির্ভর করে সেই ব্যক্তির জীবনধারা ও খাদ্যাভ্যাসের উপর। দুধ, পনির, মাশরুম, মাখন, তৈলাক্ত মাছ, চিজ, ডিমে ভাল মাত্রায় ভিটামিন ডি থাকে। তা ছাড়া বাজারে কিছু ভিটামিন ''ডি'' সাপ্লিমেন্টও পাওয়া যায়। তবে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ না করে সেগুলি নৈব নৈব চ। মূলত খুব ঠান্ডার জায়গায় যাঁরা থাকেন, যাঁরা নিরামিষাশী কিংবা যাঁরা বয়স্ক, মূলত তাঁদেরই চিকিৎসকেরা ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট দেন। এ ছাড়া শরীরে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি হলেও চিকিৎসকেরা ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট খেতে বলেন। এই সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার নির্দিষ্ট কোনও সময় নেই, দিনের যে কোনও সময় এই ওষুধ খাওয়া যেতে পারে।

সাবেকি শাড়িতে আধুনিক ছোঁয়া

অম্বানীদের বাড়ির অনুষ্ঠান মানেই রাজকীয় ব্যাপার। উপলক্ষ যা-ই হোক, উদ্যাপন হয় ঘটা করে। নীতা অম্বানী-মুকেশ অম্বানীর কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত অম্বানীর প্রাকবিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সেজে উঠেছিল গোটা জামনগর। অনুষ্ঠানের এলাহি আয়োজন মন কেড়েছে সবার। অম্বানীদের অতিথিদের তালিকা থেকে উদ্যাপনের ঘটা, তাঁদের পোশাক থেকে সাজসজ্জা সমাজমাধ্যমে এখন তা নিয়েই চলছে তুমুল চর্চা। বর-কনে তো বটেই, নজর কেড়েছে মুকেশ-পত্নী নীতা অম্বানীর সাজও। তিন দিনের প্রাকবিবাহ অনুষ্ঠানের প্রত্যেক দিনই নীতা ধরা দিয়েছেন মোহময়ী সাজে। সবচেয়ে বেশি চর্চা হয়েছে শেষ দিনে নীতার লুক ঘিরে। অনুষ্ঠানের শেষ দিনে নীতা পরেছিলে রুপোলি রঙের কাঞ্চিপুরম শাড়ি। এই শাড়িতে ধরা পড়েছে সাবেকিয়ানা ও আধুনিকতার মেলবন্ধন। তৃতীয় দিনে নীতার পরনের রুপোলি শাড়িটি নকশা করেছেন পোশাকশিল্পী মণীশ মলহোত্র। এই শাড়ি বুনেছেন দক্ষিণ ভারতের তাঁতিরা। তাঁতিদের বোনা হ্যান্ডলুম শাড়িতে জারদৌসি নকশা করেছেন মণীশ। নীতা অম্বানীর সেই শাড়ি পরা ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে মণীশ লিখেছেন, ''মিসেস অম্বানীর হ্যান্ডলুম শাড়ির প্রতি ভালবাসা আমাদের কারও কাছে অজানা নয়। বিশেষ দিনে পরার জন্য ওঁর জন্য তাই এই শাড়িটি তৈরি করেছি অনেক ভালবাসা দিয়ে।'' নীতা যেমন

পটু হাতে ব্যবসা করেন তেমনই তিনি সংসারও চালান দক্ষ ভাবে। এ সবের মাঝে নীতা কখনওই তাঁর সাজগোজ নিয়ে আপস করেননি। বরং দিন দিন প্রচারের আলোয় উঠে এসেছে ফ্যাশনিস্তা নীতার সাজপোশাক। নীতা সব সময়ই ভারতীয় হস্তশিল্পকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। বরাবরই তাঁর পোশাকে ধরা পড়েছে ভারতীয় হস্তশিল্পের ছোঁয়া। ছেলে অনন্তের প্রাকবিবাহ অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিনে নীতার পরনের শাড়িটিতে আরও এক বার হস্তশিল্পের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে।

চকোলেটের প্রলেপেই ত্বকে আসবে জৌলুস

ত্বকের জৌলুস ধরে রাখতে অনেকেই পরিচর্যার খামতি রাখেন না। নিয়মিত ঘরোয়া রূপরুটিন মেনে চলার পাশাপাশি বাজারচলতি বিভিন্ন প্রসাধনীও ব্যবহার করেন অনেকে। তবে অনেকেই হয়তো জানেন না যে, ত্বকের যত্নে অন্যতম একটি উপাদান হতে পারে চকোলেট। দোকান থেকে চকোলেটের এসেন্স দেওয়া সুগন্ধি আগেও ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু ফেশিয়াল ছাড়া ত্বকে কী কী ভাবে চকোলেট ব্যবহার করা যায়?

ফেস মাস্ক:

কোকো পাউডার, মধু এবং ইয়োগার্ট ভাল করে মিশিয়ে নিন। মাইল্ড কোনও ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে এই মাস্ক মেখে রাখুন। মিনিট ২০ অপেক্ষা করুন। তার পর ঈষদুষ্ণ

জলে ধুয়ে ফেলুন। ত্বকে জেল্লা ফিরে আসবে সহজেই।

বডি স্ক্রাব:

রোদে ঘুরে ঘুরে হাত দুটোতে ট্যান পড়েছে। ওয়াক্স করার কয়েক দিন পরই গায়ের সেই মসৃণ ভাব একেবারে উবে গিয়েছে। স্নানের পর পুরু করে ময়েশ্চারাইজার মেখেও লাভ হচ্ছে না। উল্টে রোমকূপের গোড়ায় ধুলো-ময়লা জমছে। ত্বকের এই মসৃণ ভাব ফিরিয়ে আনতেও কিন্তু স্ক্রাব হিসাবে কোকো পাউডার ব্যবহার করা যায়। তার জন্য কী করতে হবে? একটি পাত্রে কোকো পাউডার, ব্রাউন সুগার এবং নারকেল তেল ভাল করে মিশিয়ে নিন। তার পর ভেজা গায়ে এই মিশ্রণ মেখে, হালকা হাতে ঘষতে থাকুন। সারা গায়ে তো বটেই সঙ্গে কনুই, হাঁটু, গোড়ালির মতো খসখসে অংশগুলিও ভাল করে ঘষে নিন।

ময়েশ্চারাইজার: স্ক্রাব করার পর ময়েশ্চারাইজার মাখা জরুরি। দোকান থেকে কোকোর নির্যাস দেওয়া ময়েশ্চারাইজার কিনতে পারেন। না হলে বাড়িতেই অ্যালো ভেরা জেলের সঙ্গে কোকো পাউডার মিশিয়েও রাখতে পারেন। স্নান করার পর এই ময়েশ্চারাইজার মাখলে ত্বকের শুষ্কভাব সহজেই দূর হবে।

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতেও কাঠবাদামের ভূমিকা

শুধু কাজুবাদামের বরফিই নয়, পায়েস, পোলাও থেকে বাঙালি ফ্রায়েড রাইস সবেতেই কাজুবাদাম দেওয়া হয়। মধ্যবিত্ত বাড়িতে রান্নায় কাঠবাদাম খাওয়ার চল আগে খুব বেশি চোখে পড়ত না। তবে, ভিটামিন ডি-এর প্রাকৃতিক উৎস হল কাঠবাদাম। হাড়ের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে ইদানীং কাঠবাদাম বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আবার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতেও কাঠবাদামের ভূমিকা রয়েছে। তাই প্রতি দিন সকালে কয়েকটি ভেজানো কাঠবাদাম খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা। তা হলে কাজুবাদাম কি শুধু স্বাদের জন্য খাওয়া হয়? তার কোনও গুণই নেই? কাঠবাদামের মধ্যে ফাইবারের পরিমাণ বেশি। তাই অন্ত্র ভাল রাখতে এই বাদাম খেতে বলেন পুষ্টিবিদেরা। হার্টের জন্য ভাল আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট। এ ক্ষেত্রে দু''ধরনের বাদামই উপকারী। তবে কাজুবাদামে ফ্যাটের পরিমাণ একটু হলেও বেশি। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কাঠবাদামের মধ্যে যে পরিমাণ ম্যাগনেশিয়াম রয়েছে, তা টাইপ ২ ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। তা ছাড়া, কাঠবাদামে রয়েছে প্রয়োজনীয় বেশ কিছু অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট এবং ভিটামিন ই। ওজন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও

কাঠবাদামের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। আবার আয়রন, জিঙ্ক এবং ম্যাগনেশিয়ামের মতো খনিজের পরিমাণ বেশি কাজুবাদামে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে নিয়াসিন এবং ভিটামিন বি৬-এর ভূমিকা রয়েছে। এই দু'টি উপাদানই রয়েছে কাজুবাদামে। রক্তে ''খারাপ'' কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে কাজুবাদাম। কারণ, এই বাদামে রয়েছে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট। আর স্বাদের দিক থেকে কাঠবাদামের তুলনায় কাজুবাদাম ভাল তো বটেই। পাশাপাশি, আরও একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। তা হল পরিমাণ। কাজু হোক বা কাঠবাদাম কোনওটিই বেশি খাওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে যাঁরা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইছেন, তাঁদের কাজুবাদাম খাওয়ার পরিমাণে লাগাম রাখতে হবে। আবার উপকারী ভেবে মুঠো মুঠো কাঠবাদাম খাওয়াও খুব একটা কাজের কথা নয়।

শিশুদের খাওয়ার সময়েই যত বায়না

শিশুদের খাওয়ার সময়েই যত রাজ্যের বায়না। মোবাইল হাতে না দিলে অনেক খুদেই কিছুতে খেতে চায় না। আর এক বার ফোন হাতে পেলে কার্টুন কিংবা গানের দিকেই থাকে তাদের মনোযোগ। খাবার শেষ করতে লেগে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময়। ব্যস্ততার মাঝে অনেক মা-বাবাই শিশুর সামনে মোবাইল চালিয়ে নিজেদের টুকিটাকি কাজ সেরে ফেলেন।

আর এ ভাবে অজান্তেই মোবাইল কিংবা টিভির নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে ছোটরা। মনে রাখবেন, এই নেশা দূর করতে ভবিষ্যতে আপনার কিন্তু কালঘাম ছুটতে পারে। কী ভাবে ওর স্ক্রিন টাইম কমাবেন, রইল হদিস।

১) অনেক বাড়িতে অভিভাবকরা নিজেরেই টিভির সামনে বসে খাওয়াদাওয়া করেন। শিশুরা তাদের

অভিভাবকদেরই অনুসরণ করে। তাই প্রথমে নিজের মধ্যে বদল আনুন। খাওয়াদাওয়ার সময় টিভি বন্ধ রাখাই ভাল।

২) সোফায় কিংবা বিছানায় বসে নয়, খাওয়ার টেবিলে বসিয়ে শিশুদের খাওয়ানোর অভ্যাস করান। প্রয়োজনে প্রথম দিকে মন ভোলানোর জন্য ওদের গল্প শুনিয়ে খাওয়াতে পারেন।

৩) খাওয়ার সময়ে শিশু যেন টিভির কাছে না আসে, সে দিকে নজর রাখুন। প্রয়োজনে ওকে বলুন খাওয়াদাওয়া শেষ করে নিলেই আপনি টিভি চালাবেন তবে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। সেই তাগিদেই শিশুরা চটজলদি খাবার শেষ করবে। ৪) খাবার শেষ করার একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিন। আপনিও এক টেবিলে সন্তানের সঙ্গে বসে খাবার খান। নির্দিষ্ট সময় খাবার শেষ করে উঠে পড়ুন। তবেই শিশুর মধ্যেও সময় মেপে খাওয়ার তাগিদ বাড়বে। ৫) খাওয়ার সময়ে শিশুদের টিভি চালিয়ে রাখার পরিবর্তে ওদের ছড়াগান শোনান। মজাদার গল্প শোনান। শিশুদের মন সে দিকে সহজেই মগ্ন থাকবে।

শুধু খাওয়ার সময়েই নয়, সারা দিনে টিভি দেখার সময় বেঁধে দিতে হবে। ওর অবসর সময়টা আঁকা, গল্পের বই পড়ার দিকে জোর দিন। এই ভাবে টিভি বা মোবাইলের প্রতি আসক্তি কমবে।

সুগন্ধির গন্ধ নাকে আসতেই মন ভরে যায়

সহকর্মীর ব্যবহার করা সুগন্ধির গন্ধ নাকে আসতেই যেন মন ভরে যায়। তাঁর থেকে সুগন্ধির নামটা জেনে খুব শখ করে দামি একটি সুগন্ধি কিনে আনলেন। সেজেগুজে সুগন্ধি লাগিয়ে হয়তো বিশেষ বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে বেরোলেন। অথচ গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই দামি সুগন্ধির গন্ধ গেল মিলিয়ে। সহকর্মীর গায়ে তো অনেক ক্ষণ টিকে থাকে গন্ধ, অথচ আপনার এই হাল কেন, ভেবেই নাজেহাল? তা হলে সুগন্ধি ব্যবহার করার সময়ে আপনার কোনও ভুলভ্রান্তি হচ্ছে না তো? কিছু অভ্যাসের জন্যও সুগন্ধির রেশ তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যেতে পারে।

১) অনেকের অভ্যাস, বাথরুমে বাকি প্রসাধনীর সঙ্গে সুগন্ধিও রেখে দেওয়া। কিন্তু স্নানঘরের ভিতরে আর্দ্রতা সব সময়ে বেশি থাকে। সুগন্ধি রাখতে হয় একটু অন্ধকার কিন্তু শুকনো জায়গায়।

২) পাল পয়েন্টে সুগন্ধি লাগালে সেটা অনেক ক্ষণ থাকে, এ কথা সত্যি। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই লাগানোর পর হাত দু''টো ঘষে নেন। এটা করলে কিন্তু গন্ধ টিকে থাকে না, বরং উবে যায়। তার চেয়ে হাওয়ায় শুকোতে দিন। ৩) অনেকে ব্যবহারের আগে সুগন্ধির শিশি ঝাঁকিয়ে নেন। কিন্তু এতে হিতে বিপরীত হয়। সুগন্ধির সঙ্গে হাওয়া মিশলে তার আসল গন্ধ উবে যায়। ৪) স্নানের ঠিক পরে ত্বকের রন্ধ্রগুলি খোলা থাকে, সেই সময়টি ত্বকে সুগন্ধি লাগানোর জন্য আদর্শ। স্নান সেরে গায়ে ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করে নিয়ে সুগন্ধি লাগিয়ে ফেলতে পারেন।

প্রচার মাধ্যম ও বিনোদন ক্ষেত্রের প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে এবং তা আমাদের অর্থনীতিতে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে : আই অ্যান্ড বি সচিব সঞ্জয় জাজু

নয়াদিল্লি, ০৫ মার্চ ।।আজ মুম্বাইয়ে এফআইসিসিআই তথা ফিকি ফ্রেমসের ২৪তম সংস্করণ শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্র সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন ও শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রী মঙ্গল প্রভাত লোধা এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব সঞ্জয় জাজু, অভিনেত্রী রানী মুখোপাধ্যায়, ফিকি'র সহ-সভাপতি অনন্ত গোয়েঙ্কা, মিডিয়া ও বিনোদন (এমএন্ডই) কমিটির ফিকির চেয়ারম্যান শ্রী কেভিন ভাজ এবং এভিজিসি-র ফিকি'র চেয়ারম্যান আশীষ কুলকার্নি।

মহারাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সকলকে স্বাগত জানিয়ে মঙ্গল প্রভাত লোধা বলেন, ভারতের মতো তরুণ জাতির জন্য আগামী দিনে দক্ষতা ও পুনঃ দক্ষতা সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে এবং দক্ষতা খাতে শিল্পের সহায়তার আহ্বান জানান তিনি এবং বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ''বিকশিত ভারত''-এর স্বপ্ন বাস্তবায়িত নির্ভর করছে সকলের সম্মিলিত অবদানের উপর।

এই উপলক্ষে বিশেষ ভাষণ দিতে গিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব সঞ্জয় জাজু বলেন, ভারত সরকার আমাদের সমাজ গঠনে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করতে এবং আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করতে এম অ্যান্ড ই বিভাগ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা স্বীকৃতি দিয়েছে।

এই শিল্পটি তার সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির জন্য বিখ্যাত এবং এটি কেবল আমাদের জাতির জন্যই নয়, বিশ্বের জন্যও আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করে। এই ক্ষেত্রটি ভারতীয় জীবনের বৈচিত্র্যময় ট্যাপেস্ট্রির সাথে গভীরভাবে অনুরণিত হয় এবং এটি সীমানা অতিক্রম করে এবং আমাদের মতো বৈচিত্র্যময় দেশের জন্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তথ্য ও সম্প্রচার সচিব সঞ্জয় জাজু আরও বলেন, এমঅ্যান্ডই একটি অনন্য বিভাগ যার মধ্যে বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের তীব্রতা রয়েছে এবং একই সাথে এটি সেক্টরে ঘটে যাওয়া বিঘ্নের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সূর্যোদয়ের ক্ষেত্র। এই খাতটি আমাদের অর্থনীতির বহুগুণ ত্বক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে জানান তিনি।

তথ্য ও সম্প্রচার সচিব বলেন, ভারত বর্তমানে ডিজিটাল রূপান্তরের একটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এমএন্ড ও ই সেক্টরেও দ্রুত পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে যা অনলাইন মিডিয়া সামগ্রীর সহজলভ্যতার সাথে ঘটছে। ইন্টারনেটে সামগ্রীর উপলব্ধতা দেশের প্রতিটি কোণে মোটামুটি সাশ্রয়ী মূল্যের স্মার্টফোন এবং ডেটা উপলব্ধতার সাথে এসেছে। ডিজিটাল পরিকাঠামো সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানান, ভারতে ৯০ কোটি ইন্টারনেটে ব্যবহারকারী, ৬০ কোটি স্মার্টফোন এবং ৪ কোটি সংযুক্ত টিভি রয়েছে।

গত বছরের এফআইসিসিআই-আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং রিপোর্ট অনুসারে ভারতের এম অ্যান্ড ই সেগমেন্টের আকার ২ লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি বলে অনুমান করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে তথ্য ও সম্প্রচার সচিব আরও জানান যে, ডিজিটাল মিডিয়া বিভাগে বছরে ৩০ শতাংশ 'বিশাল' বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। আসল পরিবর্তনটি ওটিটি বিভাগের বৃদ্ধির সাথে এসেছে। তিনি বলেন, আমাদের দেশে প্রায় ৬০টি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, যার মধ্যে অনেকগুলি আঞ্চলিক ভাষায়। বর্তমানে ভারতে ওটিটি সেগমেন্টের মূল্য ১০ হাজার কোটি টাকা। আমাদের দেশে বিষয়বস্তু বৃদ্ধির কারণে এই বিভাগটি বিদেশী বিনিয়োগও আকর্ষণ করছে। ভারতের ওটিটি কনটেন্টের জন্য অনেক দেশ শীর্ষ আন্তর্জাতিক বাজার হয়ে উঠছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার সচিব। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব বলেন, 'এই সমস্ত তথ্য এম অ্যান্ড ই সেক্টরকে ভারতের সফল পাওয়ার এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভারতের উত্থানের প্রধান অবদানকারী হিসাবে দেখার পথ প্রশস্ত করছে'।

তিনি বলেন, আমাদের এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, ভারত সরকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ হচ্ছে শিল্পের বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা।

তথ্য ও সম্প্রচার মাধ্যমের সচিব শ্রী সঞ্জয় জাজু বলেন, গণমাধ্যম ও বিনোদন ক্ষেত্রের উন্নয়নে ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যেমন সিনেমাটোগ্রাফ আইনের সংশোধনী, তথ্য প্রযুক্তি মধ্যস্থতাকারী নির্দেশিকা, ডিজিটাল মিডিয়া এথিক্স কোড (বিধি), ডিটিএইচ ক্ষেত্রে কেবল ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের সীমা বাড়ানো ইত্যাদি।

টিভি সম্প্রচার ক্ষেত্রে অনেক সংস্কার আনা হয়েছে, যেমন আপলিঙ্কিং এবং ডাউনলিঙ্কিং নির্দেশিকা যা সহজে ব্যবসা করা এবং মেনে চলা সহজ করে তোলে।

আই অ্যান্ড বি সেক্রেটারি বলেন, জাতীয় অ্যানিমেশন, ভিজ্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং এবং কমিক্স (এভিজিসি) নীতি এখন তার উন্নত পর্যায়ে রয়েছে এবং এটি 'বিশ্বের জন্য ভারতে তৈরি করুন' এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে শিল্পের অংশীদারদের কাছ থেকে ইনপুট নিয়ে খসড়া করা এভিজিসি নীতিটি বিনিয়োগকে সহজতর করবে, উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করবে, দক্ষতা বিকাশ নিশ্চিত করবে, বৌদ্ধিক সম্পত্তি রক্ষা করবে এবং বিশ্বমানের পরিকাঠামো তৈরিতে সহায়তা করবে। আই অ্যান্ড বি মন্ত্রক এভিজিসি এবং এক্সটেন্ডেড রিয়েলিটি সেক্টরের জন্য একটি জাতীয় উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনাও করেছে যা এই বিভাগের জন্য একটি বিশ্বমানের প্রতিভা পুল তৈরি করবে এবং ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের অনুমতি দেবে এবং শিল্পকে দিকনির্দেশনা দেবে।

তথ্য ও সম্প্রচার সচিব আরও জানান, সম্প্রতি ভারতে শুটিংয়ের জন্য বিদেশি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্রণোদনা দেওয়ার জন্য একটি প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি বলেন, বড় বাজেটের আন্তর্জাতিক ছবি যাতে আমাদের দেশে আসে তার জন্য ভারত একাধিক দেশের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনার চুক্তি করেছে।

এটি কেবল বিনিয়োগই আনবে না, আন্তঃদেশীয় সংযোগ তৈরি করবে এবং আমাদের সফট পাওয়ার প্রদর্শনে অনুপ্রাণিত করবে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক আইএফএফআই, এমআইএফএফ ইত্যাদির মতো চলচ্চিত্র উৎসবেরও আয়োজন করে এবং ভারতের এম অ্যান্ড ই সেক্টরকে প্রচার করতে এবং আমাদের সিনেমাটিক সংস্কৃতিকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নেয়। তথ্য ও সম্প্রচার সচিব বলেন, মন্ত্রকের অনেকগুলি আঞ্চলিক চলচ্চিত্র উৎসব রয়েছে যা মূলধারার দ্বারা অস্পৃশ্য রয়েছে এমন অঞ্চলগুলিতে তৃণমূল স্তরে চলচ্চিত্র নির্মাণ, চলচ্চিত্র দেখা এবং এমএন্ডই সামগ্রী গ্রহণের সংস্কৃতি প্রচারে সহায়তা করে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব জাজু আরও বলেন, ফিকি ফ্রেমস-এর মতো সম্মেলনগুলি ভারতকে এম অ্যান্ড ই বিভাগে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় করে তুলবে এবং আমাদের দেশে বহুগুণ প্রভাব আনবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উন্নীত করবে।

অভিনেত্রী রানী মুখার্জি বলেছেন, ফিকি ফ্রেমস ২০২৪ একটি সদা পরিবর্তনশীল মিডিয়া এবং বিনোদন শিল্পের জন্য এজেন্ডা নির্ধারণ করেছে। তিনি বলেন, 'মহামারী আমাদের দর্শকদের সাথে সংযোগ স্থাপনের উপায়গুলি মানিয়ে নিতে, উদ্ভাবন করতে এবং পুনরায় কল্পনা করতে বাধ্য করেছে।

ভোক্তাদের পছন্দগুলি বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে অনন্য এবং উদ্ভাবনী সামগ্রী সরবরাহের জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদা রয়েছে।

ফিকি-ইওয়াই রিপোর্ট "রিইনভেন্ট" - ভারতের মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট সেক্টর ইনোভিং ফর দ্য ফিউচারও এই অনুষ্ঠানে প্রকাশ করা হয়।

পূর্ববর্তী বছরগুলির মতো, ফিকি ফ্রেমস ২০২৪ তিন দিনের জন্য শিল্প ব্যক্তিত্ব, প্রভাবশালী এবং নীতি নির্ধারকসহ এম অ্যান্ড ই অংশীদারদের মধ্যে যোগাযোগ এবং বিনিময়ের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে। এই সম্মেলনটি ভারত এবং বিদেশ থেকে শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্বকারী ৪০০,০০০ জন পেশাদারদের একত্রিত করেছে।

তৃণমূল ও অভিষেককে কড়া বার্তা অভিজিতের

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি.স.) : তৃণমূল কংগ্রেস ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া বার্তা দিলেন অভিজিতের সদ্য প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তৃণমূলকে তোপ দেগে অভিজিৎবাবু বলেন, "তৃণমূল এ বার জন মিউ মিউ সভা করবে"।

মঙ্গলবার অভিজিৎবাবু তাঁর বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, """তৃণমূল ভিতর ভিতর ভেঙে পড়ছে। এই দল বেশি দিন আর নেই। ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটে তৃণমূলের সেই অবস্থা হবে, যা ২০০৯ সালে সিপিএমের হয়েছিল। আর ২০২৬ সাল পর্যন্ত দলটাই থাকবে না। শুধু কয়েকটা গ্রেফতারির প্রয়োজন।"

একই সঙ্গে অভিজিৎবাবু জানালেন, "শাসকদলের তরফে তাঁকে আক্রমণ করা হয়েছে বলেই তিনি আজ রাজনীতিতে। বলেন, "ওঁরাই আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।" তৃণমূল একটি দুষ্কৃতীদের দল বলে মনে করি। তৃণমূলকে আমি রাজনৈতিক দল বলেই মনে করি না। তৃণমূল হল একটি আদ্যোপান্ত যাত্রাদল। ওদের যাত্রাপালার নাম হল মা-মাটি-মানুষ।"

শাসক দল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবার। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর নামোল্লেখ না করে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বললেন, "ডায়মন্ড হারবারে দাঁড়ালে লক্ষ লক্ষ ভোটে হারাব।"

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রকৃত রাজনীতিবিদ বলে মনে করি আমি। তবে অন্য যাঁর কথা বলছেন, (অভিষেক), তাঁকে আমি তালপাতার সেপাই বলে মনে করি।"

তাঁকে প্রশ্ন করা হয় কাকে তালপাতার সেপাই বলছেন? অভিজিৎবাবু বলেন, "যাঁকে আপনারা সেনাপতি বলছেন। আমি কারও নাম করছি না। আমি তো এখানে কোনও কুকথা বলছি না। তাঁর নামটাকে আমি কুকথা বলে মনে করি।"

শাহজাহান শেখকে নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে। তিনি বললেন, "তালপাতাল সেপাই বলেছেন, বিচারব্যবস্থা ওর গ্রেফতারি আটকেছিল। তালপাতার সেপাই বিচারব্যবস্থা কিছু জানেন না। ওঁর পেটে বোমা মারলেও কিছু বেরোবে না। তাঁর বিরুদ্ধে আদালত কিছু ব্যবস্থা নেয়নি, ওঁর ভাগ্য ভাল।"

"বিজেপিই একমাত্র দল, যারা তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছে", দাবি অভিজিতের

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি.স.): বিজেপিতেই যোগ দিচ্ছেন সদ্য প্রাক্তন বিচারপি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তিনি জানালেন এক সাংবাদিক বৈঠকে।কারণ হিসাবে জানালেন, বিজেপিই একমাত্র দল, যারা তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছে।সেই সঙ্গে দাবি করলেন, '২৬ পর্যন্ত টিঁকবে না তৃণমূল।

এদিন দুপুর ২টোয় সল্টলেকে নিজের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সেখানেই তিনি নিজের পরবর্তী পরিকল্পনা সম্পর্কে সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেন।

অভিজিৎবাবু বলেন, "শেষ সাত দিন বিজেপির সঙ্গে কথা হয়েছে। দু''পক্ষের সহমতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ওই দিনগুলিতে বিচারের কাজ করিনি।" এর সঙ্গে বলেন, "বিজেপি তৃণমূলের মতো দুষ্কৃতী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। কোন আসনে লড়ব বিজেপির উপরমহল সিদ্ধান্ত নেবে।"

শুভেন্দু অধিকারীকে নারদ কাণ্ডে টাকা নিতে দেখা গিয়েছে। এই প্রশ্নের জবাবে অভিজিৎবাবু জানালেন, "শুভেন্দুবাবু চক্রান্তের শিকার।" তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করা হয়, তবে কি যে তৃণমূল নেতাদের দেখা গিয়েছিল, তারাও চক্রান্তের শিকার? প্রশ্নের জবাবে অভিজিৎবাবু বলেন, "অবশ্যই তাঁরাও চক্রান্তের শিকার।"

সিপিএমের সমর্থক বলে চিহ্নিত অভিজিৎবাবু বলেন, "সিপিএমে যোগ দেব না। কারণ আমি ঈশ্বর বিশ্বাসী। ধর্মে বিশ্বাস করি। তাদের সঙ্গে আমার মিল হবে না। কংগ্রেস হল পারিবারিক জমিদারির একটা দল। এখানে জয়রাম রমেশের মতো শিক্ষিত মানুষেরা থাকেন। কিন্তু তাঁরা পদ পান না। রাহুল গান্ধীর মতো নেতাদের পিছনে থেকে যেতে হয়।"

মঙ্গলবার সকাল ১০টা ৩৫-এর পর থেকেই বিচারপতি নন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তবে তিনি আগেই জানিয়েছেন। বিচারের গণ্ডি পেরিয়ে তিনি আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে যেতে চলেছেন। যার সঙ্গে রাজনীতির যোগ থাকবে বলেও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি। তবে একই সঙ্গে জানিয়েছিলেন এ ব্যাপারে যা বলার তা তিনি বলবেন মঙ্গলবার।

জন্মবার্ষিকীতে বিজু পট্টনায়েককে স্মরণ নবীনের, ফুল দিয়ে পিতাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

ভুবনেশ্বর, ৫ মার্চ (হি.স.): ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তাঁর পিতা বিজু পট্টনায়েককে জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। মঙ্গলবার ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়েক-এর ১০৮-তম জন্মবার্ষিকী। এই উপলক্ষ্যে তাঁকে স্মরণ করেছেন তাঁর পুত্র এবং ওড়িশার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক।

বিজু পট্টনায়েক ওড়িশায় দুবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৭ সালের ১৭ এপ্রিল ওঁনি মৃত্যুবরণ করেন। ওড়িশা বিধানসভায় এদিন তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে বিজু পট্টনায়েক-কে জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। মোদী লিকেছেন, ওঁনার দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং আদর্শ চেতনা পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।

বিহারে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু দুই যুবকের

ভাগলপুর, ৫ মার্চ (হি.স.) : বিহারের আকবরনগর চকের কাছে একটি গাড়ির ধাক্কায় বাইক আরোহী দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার এই ঘটনায় ঘটনাস্থলেই ওই দুই যুবকের মৃত্যু হয়।স্থানীয় লোকজন ঘটনাটি নিহতদের পরিবারকে জানায়। পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতদের পরিচয় শনাক্ত করেন।ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জানা গেছে, দুই যুবকই বাইকে করে ভাগলপুরের দিকে যাচ্ছিল। সেইসময় আকবরনগর চকের কাছে দ্রুতগতিতে আসা একটি গাড়ি তাকে চাপা দেয়। এতে দুই যুবকের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ঘটনাস্থলেই দুই যুবকের মৃত্যু হয়। ঘটনার বিষয়ে মৃতের বাবা সুবোধ রাই বলেন, মৃত মনোজ ও তার বন্ধুরা বাইকে করে বাজারের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় একটি গাড়ি তাকে ধাক্কা দেয়। মৃত মনোজ কুমার সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। সম্প্রতি ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি।

একজোড়া রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, আলিপুর চিড়িয়াখানায় এল নয়া অতিথি

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি.স.) : বেঙ্গল সাফারির পর এবার আলিপুর চিড়িয়াখানায় এল নয়া অতিথি। দর্শকদের জন্য উত্তরবঙ্গ থেকে একজোড়া রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আনা হয়েছে এখানে। সোমবার একটি বাঘিনী ও একটি বাঘ পেয়েছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। দুজনেরই বয়স তিন বছর। বেঙ্গল সাফারির শীলার বাচ্চা তারা।মঙ্গলবার দুজনকে দর্শকদের সামনে নিয়ে আসা হয়।

আলিপুরে বাঘের সংখ্যা কম নয়। ১০টির মতো বাঘ রয়েছে। তবে তাদের বয়স হয়ে গিয়েছে। ফলে প্রজননের জন্য অনেকদিন ধরে বাঘ নিয়ে আসার কথা চলছিল। জানা গিয়েছে, প্রথমে রাঁচি থেকে একজোড়া বাঘ নিয়ে আসার পরিকল্পনা ছিল চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের। পরে বেঙ্গল সাফারি থেকে বাঘ নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত হয়।

বেঙ্গল সাফারির সেরা জুটি শীলা ও বিভান। তাদের ভরা সংসার। এই জুটির সাত সন্তানের মধ্যে দুজনকে আলিপুরে পাঠানো হয়েছে। শীলার সঙ্গে অবশ্য আলিপুরের সম্পর্ক পুরনো।

২০১৬ সালে ওড়িশার নন্দনকানন থেকে রয়্যাল বেঙ্গল ঋষি, পায়েল ও স্নেহাশিসের সঙ্গে শীলাকে নিয়ে আসা হয়েছিল আলিপুরে। স্নেহাশিসের সঙ্গে শীলার ভাব জমে উঠতে দেখে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ তাদের বেঙ্গল সাফারিতে পাঠিয়েছিল। সেখানে দুজনে দিব্যি সংসার করছিল। তাদের ঘরেও সন্তান হয়েছিল।বছর কয়েক পর শীলাকে ছেড়ে ফের আলিপুর চলে আসে স্নেহাশিস। তার পর থেকে বিভানের সঙ্গে নতুন করে সংসার শুরু করে শীলা। স্নেহাশিসও এখানে পায়েলের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করতে থাকে। কিন্তু স্নেহাশিস-পায়েল চিড়িয়াখানায় কোনও খুশির খবর দিতে পারেনি। বাঘিনিদের বয়সও বেড়ে গিয়েছে। তাদের দিয়ে চিড়িয়াখানায় ব্যাঘ্রকুলের পরিবার বৃদ্ধির আশা দেখতে না পেয়ে কর্তৃপক্ষ বেঙ্গল সাফারি থেকে নতুন বাঘ নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয়।

পরিবর্তে আলিপুর থেকে একটি পাইথন, হরিণ ও গোসাপ পাঠানো হয়েছে বেঙ্গল সাফারিতে। রাজ্য জু অথরিটির সৌরভ চৌধুরী জানিয়েছেন, "দার্জিলিং সাইবেরিয়ান বাঘ পেয়েছে। বেঙ্গল সাফারিতে সিংহ এসেছে। আলিপুর অনেকদিন ধরে কোনও উপহার পায়নি।গত ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তরবঙ্গে ময়নাগুড়ির ইন্দিরা মোড় সংলগ্ন ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরে শিলিগুড়িগামী একটি বিলাসবহুল গাড়ি করে বিরল প্রজাতির মালায়ন টাপির পাচার করার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। পুলিশ উদ্ধার করে বন দফতরের হাতে তুলে দেয়। এতদিন বেঙ্গল সাফারিতে তাকে রাখা হয়েছিল। এখন থেকে আলিপুর তার স্থায়ী ঠিকানা।"

মেরামতির কাজ করতে গিয়ে লিফ চাপা পড়ে মৃত্যু ঠিকা শ্রমিকের

বাঁকুড়া, ৫ মার্চ (হি. স.) : ৫৩ তম জাতীয় সুরক্ষা সপ্তাহেই লিফ মেরামত করতে গিয়ে লিফ চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক ঠিকা শ্রমিকের।এই ঘটনায় মেজিয়া তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।সোমবার থেকে দেশ জুড়ে সুরক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে বাঁকুড়ায় ডিভিসির মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পেও নানান অনুষ্ঠান ও সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা প্রচার করা হচ্ছে। এরই মধ্যে বিদ্যুৎ প্রকল্পে ঘটে গেল বড়সড় দুর্ঘটনা। মঙ্গলবার দুপুরে বিদ্যুৎ প্রকল্পের ১ নং লিফটে মেরামতির কাজ করতে গিয়ে লিফের তলায় পড়ে মৃত্যু হল এক ঠিকা শ্রমিকের। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রকল্পের ঠিকা শ্রমিকরা ঠিকা সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম সত্যরঞ্জন বোস (৫৬)। বাড়ি দুর্গাপুরের রায়ডাঙায়। তিনি গত ৩০ বছর যাবৎ মেজিয়া বিদ্যুৎ প্রকল্পের আবাসনে থাকতেন। তার মৃত্যুতে সুরক্ষা বিষয়ে নানা প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে। কার ভুলে এই দুর্ঘটনা এবিষয়ে এমটিপিএস কর্তৃপক্ষকে খতিয়ে দেখার দাবি তুলেছেন সিটু নেতা সমীর বাইন। আইএনটিইউসি নেতা অরিন্দম ব্যানার্জি বলেন, এমটিপিএসের সুরক্ষা বিভাগ গত বেশ কয়েক বছর দুর্ঘটনা শূন্যে নামিয়ে এনেছিল। কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে ভীষণ সজাগ।তা সত্ত্বেও এই দুর্ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক। মৃতের দাদা চন্দ্রনাথ বোস ডিভিসির অবসর প্রাপ্ত কর্মী। তিনি বলেন, ডিভিসির মেজিয়া বিদ্যুৎ প্রকল্পের কর্তৃপক্ষ সুরক্ষার বিষয়ে কোনোভাবে উদাসীনতা বরদাস্ত করে না। কিন্তু ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার ও প্রকল্প প্রধান সুশান্ত ষন্নীগ্রাহী বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। কেন কি ভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তদন্ত করা হবে।

রায়দিঘির কাশীনগর বাজারে বিধ্বংসী আগুন, ভস্মীভূত ৪টি দোকান

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৫ মার্চ (হি.স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার রায়দিঘির কাশীনগর বাজারে গভীর রাতে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই ৪টি দোকান। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আশপাশের আরও বেশ কয়েকটি দোকানও। এলাকাবাসীর চোখেমুখে এখনও ভয়ের ছাপ স্পষ্ট।স্থানীয় সূত্রের খবর, সোমবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ বাজারের একটি মিষ্টির দোকানে প্রথম আগুন জ্বলতে দেখা যায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে লাগোয়া ভুসিমাল, ওষুধ এবং ফাস্টফুডের দোকানগুলিতে। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, মিষ্টির দোকানে রাখা গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ওই আগুন আরও ভয়াবহ আকার নিয়েছিল। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা বুঝতে পেরে দমকলকে খবর দেন। কিন্তু ডায়মন্ড হারবার এবং জয়নগর থেকে দমকল পৌঁছতে বেশ কিছুক্ষণ দেরি হয়। তত ক্ষণে বালতি ও ড্রামে জল এনে স্থানীয়রাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করছিলেন।

কিন্তু আগুনের লেলিহান শিখা ৪টি দোকান সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে। আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের আরও কয়েকটি দোকানে। পরে দমকলের দুটি ইঞ্জিন এসে প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। খবর পেয়ে রায়দিঘি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীও পৌঁছে যায়। ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলেন তাঁরা। ঘটনাস্থলে আসেন রায়দিঘির বিধায়ক অলোক জলদাতাও। ওই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে প্রাথমিক অনুমান।

প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে বিভিন্ন রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি.স.) : বুধবার এই শহরে একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। মঙ্গলবার রাতেই শহরে পা রাখেন প্রধানমন্ত্রী। রাত কাটাবেন রাজভবনে। ইতিমধ্যেই, প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছে লালবাজার। এই বিষয়ে কলকাতার পুলিশ নগরপাল বিনীত গোয়েলের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

লালবাজার সূত্রের খবর, মঙ্গলবার বিকেল ৫টা থেকে রাত্রি ৯টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত এবং বুধবার সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ভিভিআইপি মুভমেন্ট শেষ না হওয়া পর্যন্ত পণ্যবাহী যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।লালবাজার ট্রাফিক বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে যে মঙ্গলবার বিকেল ৫টা থেকে রাত্রি ৯টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত দুর্গাপুর ব্রিজ, হাডকো ক্রসিং, ইএম বাইপাস, মা ফ্লাইওভার, এজেসি বোস ফ্লাইওভার, হসপিটাল রোড, লাভার্স লেন, খিদিরপুর রোড, জেনসন অ্যান্ড নিকলসন আইল্যান্ড, রেড রোড, আর আর অ্যাভিনিউ ও রাজ ভবন (দক্ষিণ) গেট-এ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে যান চলাচল।এছাড়াও বুধবার সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে রাজভবন (দক্ষিণ) গেট, আর আর

"দিল্লি সরকারের গ্যারান্টি ভোটের আগে গ্যাস বেলুন", দাবি মমতার

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৫ মার্চ (হি.স.) : "মনে রাখবেন বাংলার সরকার গ্যারান্টি দিলে সেটা রক্ষা হয়! আর দিল্লি সরকার দিলে তা বর্জন হয়। দিল্লি সরকারের গ্যারান্টি কাজে লাগে না। ভোটের আগে গ্যাসবেলুন। ভোট চলে গেলেই গ্যাসবেলুন ফুটো হয়ে যায়।"

মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহরে সভা করতে এসে এভাবেই বিজেপি-কে একহাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলায় এসে বলেছিলেন মোদী-র গ্যারান্টি মানে গ্যারান্টি পূর্ণ হওয়ার গ্যারান্টি। পাল্টা মমতা এই মন্তব্য করলেন। তিনি বলেন, "ব্রিগেডে একটা সভা ডেকেছি। গর্জন সভা। বাংলার গর্জন। কেন বাংলাকে বঞ্চনা করা হচ্ছে? কেন আমাদের রেলের অনুমতি দেওয়া হয় না? এটা কি মগের মুলুক? আগামী দিনের শেষ কথা বাংলাই বলবে। আগামীর গর্জন বাংলাই করবে। চলুন সবাই ব্রিগেডে। "

ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের কাজ দীর্ঘদিন ধরে আটকে রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরে। এই নিয়ে রাজ্য সরকারের তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বহু বৈঠক করেও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন মমতা। সম্প্রতি আরামবাগ থেকে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান তাঁর সরকারই করবে। মঙ্গলবার মেদিনীপুর শহরে সভা করতে এসে মমতা আবার বললেন, আমরা দিল্লির ভিক্ষা নেব না। ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান আমরাই করব।

মমতা বললেন, "একটা জলের লাইন কাটলে, একটা বিদ্যুতের লাইন কাটলে, একটা উচ্ছেদ হলে আমরা দেখিয়ে দেব। আমরা কেউ ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না। আমরা ঘাসটাকে রক্ষা করি।"

"আমি বিশ্বের দিদি, আমি দেশের দিদি, আমি রাজ্যের দিদি", মঞ্চে মন্তব্য মমতার

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৫ মার্চ (হি.স.) : সরকারি সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে 'দিদি নম্বর ওয়ান' বলে অভিহিত করেছিলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং সেই বিশেষণ খারিজ করে দিলেন মঞ্চে দাঁড়িয়েই। পশ্চিম মেদিনীপুরের সরকারি পরিষেবা প্রদান কর্মসূচির প্রকাশ্য মঞ্চে এই ঘটনা ঘটল মঙ্গলবার।

বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের রিয়্যালিটি শো 'দিদি নম্বর ওয়ান'-এর বিশেষ পর্বে প্রধান অতিথি হয়ে হাজির ছিলেন মমতা। গত রবিবার তা সম্প্রচারিত হয়েছিল ওই চ্যানেলে। যে অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকা রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার নিজের বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর ইন্দ্রনীলকে গান গাওয়ার জন্য ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী। গায়ক-মন্ত্রী হাতে মাইক নিয়ে স্কুলের ছাত্রছাত্রী দের উদ্দেশে বলেন, "সে দিন তোমরা দিদি নম্বর ওয়ান দেখেছ?" তার পরেই মমতার দিকে তাকিয়ে বলেন, "এই যে দিদি নম্বর ওয়ান।"

ইন্দ্রনীল সেন যখন এ কথা বলছেন মমতার অভিব্যক্তিতে দৃশ্যতই বিরক্তির ছাপ ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শী অনেকেরই মত।

মুখ্যমন্ত্রী এর পরই বলে ওঠেন, "আমি দিদি নম্বর ওয়ান নই। যে ওটা (সঞ্চালনা) করে, সে (রচনা) দিদি নম্বর ওয়ান।"

মমতা আরও বলেন, "আমি ছোট-বড়, ছেলে-মেয়ে সবার দিদি। আমি বিশ্বের দিদি, আমি দেশের দিদি, আমি রাজ্যের দিদি। আমি ঘরে ঘরে সবার দিদি। সুতরাং আমাকে ও সব বলবে না।"

মুর্শিদাবাদে ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু দম্পতির

মুর্শিদাবাদ, ৫ মার্চ (হি. স.) : মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক দম্পতির। মৃতরা হলেন, সুতি থানার মদনা-গাবগাছি গ্রামের বাসিন্দা আবু তাহের শেখ (৩৪) এবং তাঁর স্ত্রী শরিফা খাতুন (২৬)। মঙ্গলবার দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে ওই দম্পতির তিন বছরের সন্তান। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে জঙ্গিপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ওই দম্পতি তাঁদের সন্তানকে নিয়ে রঘুনাথগঞ্জে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন। দুপুরে তাঁরা স্কুটারে করে বাড়ি ফিরছিলেন। মঙ্গলজোন এলাকার কাছাকাছি এলে ফরাক্কাগামী একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁদের স্কুটারে সজোরে পিছন থেকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় ওই দম্পতির সন্তান পথের ধারে ছিটকে পড়ে। কিন্তু দম্পতিকে গাড়িটি চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। দম্পতিকে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিন দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দীর্ঘক্ষণ জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘাতক গাড়ির খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

নিউ বঙাইগাঁও স্টেশন সংলগ্ন পাইপলাইনে আগুন

বঙাইগাঁও (অসম), ৫ মার্চ (হি.স.) : নিউ বঙাইগাঁও স্টেশন সংলগ্ন তেলের পাইপলাইনে আগুন লেগেছে। আচমকা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এলাকায় হুলস্থুল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে রেলওয়ের অগ্নিনির্বাপক বাহিনী এবং স্থানীয় প্রশাসন ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আগুন যাতে পার্শবর্তী জনবসতি এলাকায় ছড়াতে না পারে তার প্রতি লক্ষ রেখে অগ্নিনির্বাপক বাহিনী প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এদিকে আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। এ ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

জাতীয় অন্ধত্ব নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে চক্ষু পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৫ মার্চ।। জাতীয় অন্ধত্ব নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার এক চক্ষু পরিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয় বিলোনীয়ার যোগমায়া কালীবাড়িতে। বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতাল ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই চক্ষু শিবিরে চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অমিত সেন উপস্থিত ছিলেন।

এদিনে আয়োজিত চক্ষু শিবিরে চক্ষু চিকিৎসা চোখের ছানি সনাক্তকরণ ও বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করা হয়। এ স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ নিতে প্রচুর মানুষ ছুটে আসেন এই শিবিরে।

যোগমায়া কালিবাড়িতে আয়োজিত চক্ষু শিবিরের বিষয়ে যোগমায়া কালীবাড়ি কমিটি সভাপতি ডাক্তার জগদীশ নমঃ জানান চক্ষু শিবিরে স্বাস্থ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা হচ্ছে, চক্ষু শিবিরের মূল উদ্দেশ্য হল চক্ষু পরীক্ষা করার পর যদি অপারেশনের প্রয়োজন হয় সেটাও বিনামূল্যে করার ব্যাবস্থা করা হবে, চক্ষু সংক্রান্ত বিষয় গুলো সনাক্ত করন করাই হলো এই শিবিরের মূল উদ্দেশ্য।

যোগমায়া কালিবাড়ি সবসময় জন কল্যান কর কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে থাকে জনসাধারণ সহায়তা করে। আরো অনেক ধরণের কর্মসূচি আগামী দিন করা হবে বলে জানান যোগমায়া কালিবাড়ি কমিটির সভাপতি ডাঃ জগদীশ নমঃ।

এসপিএ বিজয়ওয়াড়া তিনটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। এসপিএ বিজয়ওয়াড়া হল ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের (এমওই) অধীনে তিনটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি, যা পরিকল্পনা ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রদান করে। স্কুলটি নিজেকে আলাদাভাবে তৈরি করেছে এবং পরিকল্পনা ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরাল প্রোগ্রাম প্রদানের পাশাপাশি এই ক্ষেত্রগুলিতে মানসম্পন্ন গবেষণার প্রচার করে পেশাদার শিক্ষায় একটি রোল মডেল হিসাবে গড়ে তুলেছে।

ন্যাশনাল সার্ভে অ্যান্ড র‍্যাঙ্কিং, ইন্ডিয়া টুডে গ্রুপ দ্বারা এসপিএ বিজয়ওয়াড়াকে দেশের সেরা কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি হিসাবে স্থান দেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি স্থাপত্যের জন্য দেশব্যাপী এনআইআরএফ র‍্যাঙ্কিং-এ ৮তম স্থান পেয়েছে।

ক্যাম্পাসটিকে সবুজ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং অত্যাধুনিক অবকাঠামো যেমন হোস্টেল, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, আইসিটি সক্ষম শিক্ষার পরিবেশ, উচ্চ পর্যায়ের ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম, আধুনিক পরীক্ষাগার, প্রশস্ত স্টুডিও, শ্রেণীকক্ষ, ওপেন এয়ার থিয়েটার, অডিটোরিয়াম সহ সজ্জিত করা হয়েছে। রয়েছে ক্যাফেটেরিয়া বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া সুবিধাও।

স্থাপত্য এবং পরিকল্পনা ডোমেনের মাধ্যমে স্কুলটিকে উদ্ভাবন, সৃজনশীলতা এবং গবেষণার জন্য শ্রেষ্ঠত্বের জায়গা হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।

করিমগঞ্জে বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষ্যে এসএইচজি সদস্যদের সচেতনতা কার্যসূচি

করিমগঞ্জ (অসম), ৫ মার্চ (হি.স.) : বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষ্যে ও এর প্রাক্কালে ১ থেকে ৮ মার্চ করিমগঞ্জের জেলা সমাজ কল্যাণ বিভাগের অধীনস্থ ডিস্ট্রিক্ট হাব ফর এমপাওয়ারমেন্ট অব উইমেনের উদ্যোগে মঙ্গলবার করিমগঞ্জে মহিলা কল্যাণে ও তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে জেলার এসএইচজি সদস্যদের নিয়ে এক সচেতনতা কার্যসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টায় জেলা গ্রন্থাগার ভবনে ওই সচেতনতা কার্যসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আগত এসএইজি-র মহিলা সদস্য, আশা ও আঙ্গনওয়াডি কর্মীরা অংশ গ্রহণ করেন। এদিনের সচেতনতা কার্যসূচিতে ডমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট বা পারিবারিক উৎপীড়ন আইন, পোষ অ্যাক্ট বা কর্মক্ষেত্রে মহিলা নির্যাতন প্রতিরোধ আইন, পিসিপিএনডিটি বা প্রসব পূর্ব লিঙ্গ নির্ধারণ প্রতিরোধী আইন এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তৃত সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক সৈয়দ আহিদুল ইসলাম। তিনি বিশ্ব নারী দিবসের প্রাক্কালে এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অনুষ্ঠিত এই কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করা এসএইচজি মহিলা সদস্য, আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের উপস্থিতির জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন মহিলা কল্যাণে এই সচেতনতার বার্তা তৃণমূল স্তরে পৌছবে বলে তিনি আশাবাদী।

অতিথি বক্তাদের আসনে এই কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করে অতিরিক্ত মুখ্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. এম. সুত্রধর পিসিপিএনডিটি অ্যাক্ট ২০১১ নিয়ে বিশদ আলোচনা করে জানান যে আমাদের দেশে প্রসব পূর্ব লিঙ্গ নির্ধারণ করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এতে তিনি বলেন দেশের কেরালা ও পুদুচেরি ছাড়া প্রায় অন্য সব কয়টি রাজ্যে পুরুষের অনুপাতে মহিলা কম রয়েছে। তাই মহিলা লিঙ্গ নির্ধারণ করে মাতৃগর্ভে শিশু হত্যা করা নিবারণ করতে এই আইনের অধীনে কঠোর বিধান দেওয়া হয়েছে।

এতে কোন সোনোগ্রাফি সেন্টার যদি লিঙ্গ নির্ধারণের পরীক্ষার সাথে জড়িত পাওয়া যায় তবে তাদের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্রেশন বাতিল, ফৌজদারি মামলা দায়ের ও ওই মেশিন বাজেয়াপ্ত করার মতো ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। তাই তিনি সমাজে সকলের সহযোগিতার মাধ্যমে এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে মহিলা ও পুরুষদের সম অধিকার প্রদান এবং সমতা বজায় রাখতে প্রয়াস অব্যাহত রাখতে পরামর্শ দেন। এতে শিশু কল্যাণ কমিটির প্রাক্তন সদস্য সত্যজিৎ দাস বাল্যবিবাহ নিবারণী আইন ২০০৬ নিয়ে আলোচনা করেন এবং জানান যে বর্তমান রাজ্য সরকার বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে কিন্তু শুধু পুলিশ ও কোর্ট দিয়ে এর সমাধান করা সম্ভব নয়। এর জন্য সমাজের সবাইকে সচেতন হতে হবে এবং মন থেকে এগিয়ে আসতে হবে। এতে তিনি বাল্যবিবাহ এবং এর সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সবার আইনি শাস্তির বিধান নিয়েও আলোচনা করেন। তিনি বলেন এ বিষয়ে বিদ্যালয়েও সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি আর্থিক অনটন ও দারিদ্রতা এর জন্য অনেকাংশের দায়ী তা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি শিশুদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলতে গিয়ে জানান যদি কোন পরিবারে গৃহকর্তা অকেজ হয়ে যান বা স্বামী মারা যান তবে পরিবারের শিশুর শিক্ষার জন্য খরচ বাবদ প্রতি মাসে ৪ হাজার টাকার অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে। এই অনুদান পাওয়ার জন্য সিডব্লুউসি বা শিশু কল্যাণ কমিটির কাছে দরখাস্ত করতে হবে।

এদিনের সচেতনতা কার্যসূচিতে শিশু কল্যাণ কমিটি বা সিডাব্লিউসি""'র অধ্যক্ষ বিশ্ববরণ বরুয়া মহিলাদের পারিবারিক নির্যাতন এবং পোষ অ্যাক্ট বা কর্মক্ষেত্রে মহিলা উৎপীড়ন প্রতিরোধী আইন নিয়ে সবাইকে সজাগতা সৃষ্টি করেন।

তিনি প্রটেকশন অব উইমেন ফ্রম ডমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট ২০০৫ নিয়ে জানান যে যদি কোন মহিলার মৌলিক অধিকার খর্ব হয় তবে তাকে প্রটেকশন অফিসারের কাছে বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে হবে। এতে ওই পরিবার মহিলাকে সর্বাবস্থায় তার মৌলিক অধিকার দিতে বাধ্য থাকবে।

পাশাপাশি তিনি পোষ আইন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জানান কর্ম ক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে এই আইনের ৪ নম্বর ধারা অনুসারে প্রতিটি কর্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠান যেখানে ১০ জন থেকে বেশি কর্মী রয়েছেন। সেখানে ৪ জনের একটি ইন্টারনাল কমিটি থাকতে হবে এবং ওই কমিটিতে একজন মহিলা অবশ্যই থাকবেন। এতে মহিলা কর্মীদের যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওই ইন্টারনাল কমিটি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পাশাপাশি, একক ভাবে কাজ করা গৃহ পরিচারিকা ইত্যাদির এ ধরনের অভিযোগ দায়ের করার জন্য স্থানীয় কমিটি থাকছে যার মাধ্যমে অভিযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে জেলার সব কয়টি সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্পের শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেন। সচেতনতা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ডিস্ট্রিক্ট হাব ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্টের প্রজেক্ট অফিসার ঈশিতা দাস।

এলাকাবাসীর

● আটের পাতার পর

উপ-প্রধান সুবহান মিয়ার মেয়ের জামাই চারু মিয়ার বাড়িতে নিয়ে বসানো হয়। আর এই সরকারি পাম্পমেশিন দিয়ে চারু মিয়া নিজের সবজি খেতে জল সেচ সহ কিছু মানুষের বাড়িতে জলের ব্যবস্থা করে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠে আসছে।

যদিও স্থানীয়রা সংশ্লিষ্ট ডিডাব্লিউএস দপ্তরের কাছে বিষয়টি জানতে গেলে দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়ে দেন অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে জলের মেশিন বসানোর দায়িত্বটি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের হাতে দায়িত্ব দিয়ে দেন।

তবে পঞ্চায়েত প্রতিনিধি রাজ্যে কিভাবে দুর্নীতি করে অঙ্গনারী সেন্টারের জলের মেশিন অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে দুর্নীতি করবে তা কেউ গুনাক্ষরেও টের পায়নি। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের ইশারায় রাতের অন্ধকারে চুপচাপ জল জীবন মিশনের সাইনবোর্ড বসিয়ে দিয়ে যায় কিন্তু মঙ্গলবার সকালে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের শিক্ষিকা এই দৃশ্য দেখে হতবাক। তবে এই ঘটনাটি নিয়ে স্থানীয় এলাকাবাসীদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

একই পরিবারের ৪ সদস্যের মৃতদেহ উদ্ধার

পালা, ৫ মার্চ (হি.স.) : কেরলের কোট্টায়াম জেলার পালা শহরে একই পরিবারের ৪ সদস্যের মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মঙ্গলবার পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। মৃতরা হলেন, জয়সন থমাস (৪৪), মারিনা বেনি(২৯), জিরাল্ডা(৪) এবং জেরিল (৭ মাস)। জয়সন পরিবারের মাথা ছিলেন। তিনি পেশায় একজন চালক ছিলেন। মঙ্গলবার পুলিশ প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে জানিয়েছে যে জয়সন স্ত্রী, সন্তানদের হত্যা করে নিজে আত্মঘাতী হয়েছেন। জয়সন তাঁর পরিবারকে নিয়ে পালা শহরের পুভারানি এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতেন। পুলিশের প্রথামিক তদন্তের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে যে জয়সন ওঁনার ভাইকে বাড়িতে আসতে বলে আত্মহত্যা করেন। ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

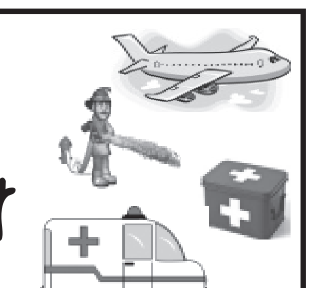

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নেতৃত্ব

● আটের পাতার পর

বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা, বসবাসের অধিকার, চাকরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, শংসাপত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি উল্লেখ করেন। ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের পরিচয়, সরকারের কল্যাণমূলক ব্যবস্থা, অপরাধ এবং জরিমানা এবং ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় কাউন্সিলের (এনসিটি) ভূমিকা ইত্যাদি নিয়ে কথা বলেন বিদ্যা রাজপুত। ছত্তিশগড় সরকার তের জন ট্রানজেনডার কে কনস্টেবল এবং ৯ জনকে বস্তার জেলায় ফাইটার হিসাবে নিয়োগের কথা উল্লেখ করে বিভিন্ন রাজ্যের সফল অনুশীলনগুলি তুলে ধরেন।

তিনি বিভিন্ন সরকারি চাকরিতে রিজার্ভেশন নীতিগুলিকেও স্পর্শ করেছেন এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সাথে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের যোগসূত্র প্রদান এবং অ্যাডভোকেসির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। পাপি দেবনাথ, একজন ট্রান্সম্যান কর্মী, সমাজে ট্রান্সম্যানদের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছেন, মূলধারার সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের আর্থ-সামাজিক, শিক্ষাগত এবং সামাজিক দিকগুলিতে সীমিত প্রকাশের প্রভাবের উপর জোর দিয়েছেন। গোবিন্দ সান্দেকার এইচআইভি/এইডস-এর সমস্যা, লক্ষণ, রোগ নির্ণয়, কারণ, চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ বিষয়ে কথা বলেছেন।

কর্মশালায় সিদ্ধার্থ গোপ, স্নেহা জি এবং কৃষ জি-এর অবদানও রয়েছে, যারা ত্রিপুরার এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত চ্যালেঞ্জগুলির বিষয়ে তথ্য শেয়ার করেছেন এবং তাদের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টার সাথে। ত্রিপুরায় জ্রওক্টক্তৃ অধিকারের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করা একটি সম্প্রদায়-ভিত্তিক সংগঠন, স্বাভিমান, তার মূল্যবান অবদানের জন্য স্বীকৃত হয়েছিল। তারা ভবিষ্যতের হস্তক্ষেপের জন্য মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে, সম্প্রদায়ের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলি সম্পর্কে মূল তথ্য প্রদান করে। ডাঃ ঈশিতা গুহ, জেলা পরিবার কল্যাণ আধিকারিক, এবং ডাঃ অর্পিতা দেবনাথ আইজিএম হাসপাতালের নোডাল অফিসার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে রূপান্তরকামী এবং হিজড়াদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। আয়োজকরা ত্রিপুরা এইডস কন্টোল সোসাইটির ডেপুটি ডিরেক্টর (প্রতিরোধ) মৌসুমী দেবনাথকে তার প্রচেষ্টা এবং সমন্বয়ের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানান, যা রাজ্যে অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে। ত্রিপুরায় ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন এবং উন্নতির দিকে অব্যাহত প্রচেষ্টার ভিত্তি স্থাপন করে দুই দিনের কর্মশালা শেষ হয়। তবে সর্বভারতীয় রূপান্তরকামী নেতৃত্ব এবং গবেষকরা জানিয়েছেন তারা বারে বারে রাজ্যে আসবেন। এখানকার হিজরে এবং রূপান্তরকামীদের একত্রিত করে তাদের অধিকার আদায়ের সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবেন।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

করার মাধ্যমে রাজ্যে রেল যোগাযোগ ও পরিষেবা উন্নত করার জন্য সরকারের প্রয়াসগুলির কথা তুলে ধরেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী ৬টি নতুন স্টেশন ভবনের সঙ্গে সানাথনগর-মৌলা আলি রুটের ডবল লাইন ও বৈদ্যুতিকীকরণের কথাও উল্লেখ করেন। ঘাটকেসর থেকে মৌলা আলি-সনাথনগর হয়ে এমএমটিএস ট্রেন পরিষেবার সূচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, হায়দরাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ অঞ্চলের বহু অঞ্চল এখন যাত্রীদের সুবিধার্থে সংযুক্ত করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী আজ ইন্ডিয়ান অয়েল পারাদ্বীপ-হায়দরাবাদ প্রোডাক্ট পাইপলাইনের উদ্বোধন করেছেন, যা সস্তায় এবং পরিবেশগতভাবে সুস্থায়ী উপায়ে পেট্রোলিয়াম পণ্য বহন করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর ফলে বিকশিত তেলেঙ্গানার মাধ্যমে বিকশিত ভারত গড়ে তোলা সম্ভব হবে। তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল ডঃ তামিলিসাই সৌন্দরারাজন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি অন্যান্যদের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বুদুবদে এসটিএফের হানায় সাড়ে ৯ হাজার ফেনসিডিল উদ্ধার, ধৃত ২

দুর্গাপুর, ৫ মার্চ (হি. স.) : উত্তরপ্রদেশ টু বাংলাদেশ সীমান্ত। ফের রাজ্যে নিষিদ্ধ কফ সিরাপ পাচারকারীরা সক্রিয়। আর মাদক পাচারকারীদের কী করিডর আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল? কার্যত সেই প্রশ্ন আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠল রাজ্যজুড়ে। প্যাকেট এলাচ পরিবহন গাড়ীতে বেআইনিভাবে পাচারের এসটিএফের জালে ধরা পড়ল সাড়ে ৯ হাজার নিষিদ্ধ কফ সিরাফ ফেনসিডিল। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ১৯ নং জাতীয় সড়কের ওপর বুদবুদ সাধুনগর চেকপোষ্ট এলাকায়। ঘটনায় দুদিনে ২ জনকে গ্রেফতার করল রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের অঙ্কিত কুমার ও ধিরাজ যাদব উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। মঙ্গলবার ধৃত ২ জনকে আসানসোল জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন খারিজ করে দেন।

টনায় জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাত ৩ টা নাগাদ ১৯ নং জাতীয় সড়কের ওপর বুদবুদের সাধুনগর চেকপোষ্ট এলাকায় হানা দেয় এসটিএফ দল। ওইসময় উত্তরপ্রদেশ থেকে কলকাতাগামী একটি প্যাকেট এলাচ বোঝাই একটি ছ"চাকা লরি আটক করে। তাতে পলি ব্যাগে নিষিদ্ধ কফ সিরাপের বেশ কিছু কার্টুন লুকিয়ে রাখা ছিল। তল্লাশী চালাতেই সেগুলি উদ্ধার করে এসটিএফ। বস্তার মোড়ক খুলে সাড়ে ৯ হাজার ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করে এসটিএফ। গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করে। জানা গেছে, ওইসব ফেনসিডিল বাংলাদেশে পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ওই কফ সিরাপ নেশা করার কাজে ব্যবহার হওয়ায় নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়েছে আমাদের দেশে। তবে কালোবাজারে ওই কফ সিরাপ ৫০০ টাকা দরে বিকোয়। আবার বাংলাদেশে ওই কফ সিরাপের চাহিদা রয়েছে প্রচুর। সেখানে হাজার টাকা প্রতি বোতল কালোবাজারে বিকোয়। তাই মোটা টাকা মুনাফার আশায় বাংলাদেশে মুলত বেশী পাচার হয়। এদিন ঘটনায় লরির চালক সহ দুজনকে আটক করে বুদবুদ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসটিএফ। এবং দুজনকে গ্রেফতার করে বুদবুদ থানার পুলিশ। মঙ্গলবার তাদের আসানসোল জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন খারিজ করে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

জানা গেছে, আটক হওয়া ফেনসিডিল পশ্চিমবঙ্গে কালোবাজারে মুল্য প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। আবার বাংলাদেশের কালোবাজারের মুল্য প্রায় ১ কোটি টাকা। আর এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, এরাজ্য নিষিদ্ধ কফ সিরাপ পাচার কি আবারও সক্রিয়? প্রসঙ্গত, গত ২০২৩ সালের ১ ও ২ অক্টোবর দুর্গাপুর এবিএল ও গান্ধী মোড়ে ২০ হাজার ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করে এসটিএফ। জানা গেছে, সেগুলি বাংলাদেশে পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তার আগে গত ২০ ফেব্রুয়ারী পাচারের আগে কাঁকসার বাঁশকোপা টোলপ্লাজার কাছে ৬ হাজার ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করে এসটিএফ। ওই ফেনসিডিল মুর্শীদাবাদ হয়ে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ঘটনায় রুবেল শেখ ও আলামিন শেখ নামে দুই পাচারকারী লিফটার সহ ৪ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এবং তাদর গাড়িও আটক করে। গত ২০২২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী দুর্গাপুর স্টেশনে জিআরপির জালে ১৯৯ বোতল কফসিরাপ ২ জন ধরা পড়ে। ধৃতদের নাম সাদ্দাম হোসেন ও মান্নান আলী। দুজনেই মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা। ২০২২ সালে ৩০ জুন ১৯ জাতীয় সড়কের অন্ডালের ভাদুর মোড়ে এসটিএফের তল্লাশীতে উদ্ধার হয় ১০ হাজার বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাপ। ঘটনায় ভানু প্রতাপ সিং, ধীরেন্দ্র প্রতাপ সিং ও দীপ সিং নামে ৩ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। উত্তর প্রদেশ থেকে আগ্রা থেকে বনগাঁ হয়ে বাংলাদেশে পাচার করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ওই কফ সিরাপ গুলি। তারপর এদিনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, আসানসোল, দুর্গাপুর, পানাগড়কে আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারকারীরা কি করিডর হিসাবে ব্যাবহৃত করছে? যদিও পুলিশ জানিয়েছে, 'ধৃতদের হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। কোথায় পাচার হচ্ছিল, তার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

সন্দেশখালিকাণ্ডের তদন্তে সিবিআই নির্দেশ কলকাতা হাই কোর্টের

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি.স.): অবশেষে ইডির আবেদনে সাড়া। সন্দেশখালি ঘটনার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে দিল কলকাতা হাই কোর্ট।

প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিয়েছে। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টের মধ্যেই ধৃত শাহজাহান শেখকে কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ারও নির্দেশ দেয় হাই কোর্ট। সন্দেশখালি কাণ্ডের তদন্তভার থাকবে কার হাতে, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চরমে টানাপোড়েন। প্রথম থেকেই ইডির দাবি ছিল, তদন্তভার দিতে হবে সিবিআইকে। কারণ, রাজ্য পুলিশ তদন্ত করলে তা পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে বলেই বার বার আদালতে তা দাবি করা হয়। পরবর্তীতে শেখ শাহজাহানকে কে গ্রেফতার করবে, তা নিয়েও দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। শেষে আদালতের নির্দেশে সন্দেশখালির 'বাঘ'কে গ্রেফতার করে পুলিশ।

সন্দেশখালিকাণ্ডে কলকাতা হাই কোর্টের একক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ডিভিশন বেঞ্চে যে আবেদন জানিয়েছিল, তার প্রেক্ষিতেই মঙ্গলাবারের এই নির্দেশ। গত ৫ জানুয়ারি ইডির আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠনের জন্য একক বেঞ্চ যে নির্দেশ দিয়েছিল, তা খারিজ করেছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

এর পাশাপাশি, ন্যাজাট এবং বনগাঁ থানার মোট তিনটি অভিযোগের তদন্তের ভার সিবিআই-কে হস্তান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্য পুলিশকে। এর মধ্যে গত ৫ জানুয়ারি ইডির বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ন্যাজাট থানায়।

সন্দেশখালিকাণ্ডে রাজ্য পুলিশের এসপি এবং সিবিআইয়ের এসপি পদমর্যাদার অফিসারকে নিয়ে সিট গঠনের জন্য জানুয়ারিতে নির্দেশ দিয়েছিল বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের একক বেঞ্চ। সিটের সদস্য হিসাবে রাজ্য আইপিএস অফিসার জসপ্রীত সিংহের নাম আদালতে জমা দেয়। কিন্তু সিট গঠন করে যৌথ তদন্তের সেই নির্দেশে আপত্তি জানিয়েছিল ইডি। তারা আবেদন জানায় ডিভিশন বেঞ্চে।

শাহজাহানের সিআইডি তদন্ত, স্বাগত জানালেন অমিত-সুকান্ত-শুভেন্দু

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি.স.) : শেখ শাহজাহানকে অবিলম্বে সিআইডি-র হেফাজতে তুলে দিয়ে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের তদন্তভার সিআইডি-কে দেওয়ার আইনি নির্দেশকে স্বাগত জানাল বিজেপি। রায় ঘোষণার ঠিক পরেই দলের কেন্দ্রীয় সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য, রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যান্ডলে এ ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

সুকান্তবাবু লিখেছেন, "এখন শেখ শাহজাহান ও তার সহযোগীদের ইচ্ছায় নয়, দেশের আইনের মাধ্যমে সন্দেশখালীতে নৃশংসতার শিকারদের বিচার করা হবে..."।

শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, "সন্দেশখালি এবং বনগাঁতে ইডি আধিকারিকদের উপর হামলা সংক্রান্ত সিআইডি তদন্ত সিবিআই-এর কাছে হস্তান্তর করে মাননীয় কলকাতা হাইকোর্ট আবারও পশ্চিমবঙ্গের ব্যর্থ রাজ্য এবং তার আপোষকৃত পুলিশ যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করেছে। কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রথম ডিভিশন বেঞ্চের রায়কে আমি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।"

অমিতবাবু লিখেছেন, """কলকাতা হাইকোর্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং সন্দেশখালির মহিলাদের নির্যাতনকারী শেখ শাহজাহানের হেফাজত আজ বিকেলের মধ্যে সিবিআই-এর কাছে হস্তান্তর করতে।টিএমসির জন্য অপরাধচক্র পরিচালনা করে, এবং দরিদ্রদের হয়রানি করে, সেই সওকত মোল্লা, জাহাঙ্গীর খান এবং অন্যদের অপরাধীদের শেখের মতো একই পরিণতি না পায়, বাংলাকে পুনরুদ্ধারের লড়াই রাজ্য বিজেপি-র ততক্ষণ অব্যাহত থাকবে।

ইলা মিত্রকে স্মরণ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ৫ মার্চ (হি.স.) : কৃষক ও সাঁওতাল অভ্যুত্থানের ৭৫ বছরে ইলা মিত্রর কথা পুনরায় স্মরণ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।মঙ্গলবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "পূর্ব পাকিস্তানের নাচোল থানা এলাকায় ইলা মিত্র গণধর্ষণের চেয়েও জঘন্য পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। ফুটন্ত জল থেকে ডিম তার যোনিতে দেওয়া হয়েছিল। ওই অবস্থায় তাঁকে বন্দী করা হয়। ডঃ বি সি রায় পাকিস্তানীদের সাথে আলোচনা করে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। তারপর, একজন সত্যিকারের কমিউনিস্টের মতো, তিনি সব কিছু চাপা দিয়েছিলেন।"

প্রসঙ্গত, ১৯৫০-এ চাঁপাই নবাবগঞ্জের ওই বিদ্রোহে পুলিশ ও আনসার বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন ইলা মিত্র। মূলত তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার জন্য সর্বাধিক পরিচিত। বাংলার শোষিত ও বঞ্চিত কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি সংগ্রাম করেছেন। ভোগ করেছেন অমানুষিক নির্যাতন। ১৯৪৬ সালে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা শুরু হলে কমিউনিস্ট পার্টি দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় সেবা ও পুনর্বাসনের কাজ করতে এগিয়ে আসে। এসময় ইলা মিত্র নোয়াখালীর দাঙ্গা বিধ্বস্ত হাসনাবাদে পুনর্বাসনের কাজে চলে যান। তখন নোয়াখালীতে মহাত্মা গান্ধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করছিলেন। ইলা মিত্রের এই সাহসী পদক্ষেপ সে সময় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

নাট্য কর্মশালা

● আটের পাতার পর

সাহা পাল ,সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা নিহারেন্দ্র বিকাশ দত্ত ,জেলা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য সুমিত কর।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি কার্যালয়ের কালচারাল এসিস্টেন্ট ভজনা বিশ্বাস।শিবিরে বিভিন্ন নাট্য সংস্থা এবং স্কুল থেকে প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহন করে।সপ্তাহব্যাপী নাটকের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষক গন হাতে-কলমে বলে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন বলে জানান কর্মকর্তারা এদিকে মঙ্গলবার পড়ন্ত বিকেলে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে তুইমধু উচ্চ বিদ্যালয় এ হয় জনজাতি লোকনৃত্যর উপর এক কর্মশালা।

পদযাত্রা

● আটের পাতার পর

মোর্চার সভানেত্রী মিমি মজুমদার, বিজেপির সিপাহীজলা দক্ষিণাঞ্চল জেলা কমিটির সভাপতি দেবব্রত ভট্টাচার্যী, সোনামুড়া মন্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, সিপাহী জলা দক্ষিণাংশ জেলা কমিটির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী সহ অনান্যরা।

এই রেলি টি সোনামুড়া টাউন হল সামনে থেকে শুরু হয়ে সোনামুড়া শহর পরিক্রমা করে সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের সামনে এসে শেষ হয়।

REQUEST FOR BIDS (RFB)
E-Procurement Notice
(Two-Envelope Bidding Process with e-Procurement)
NATIONAL OPEN COMPETITIVE PROCUREMENT
PNIeT No: 30/EE/PWD(R&B)/KHW/ 2023-24 Dated: 16-02-2024
The address for communication is as under:
Executive Engineer, Khowai Division,
PWD (R&B), Khowai, Khowai District, Tripura
Pin Code: 799202,
Email: pwdkhw@gmail.com
TABLE

RFB No.	Name of Work	Bid Security (Rs.)	Cost of Document (Rs.)	Period of Completion
1	2	3	4	5
RFB No. IN-PWD(B)-362862-CW-RFB-2	Infrastructure Development of Bachaibari H.S. School at Tulashikar Block, Khowai District, Tripura (2nd Call).	Rs. 20,60,000/- (Rupees twenty lakh sixty thousand only)	Rs. 10,000/-	780 days

Note: The bid forms and other details including online'activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-5015/24

Executive Engineer
Khowai Division,PWD (R&B),
Khowai, Khowai District, Tripura.

NOTICE INVITING TENDER
TENDER FOR PURCHASE OF STORE ARTICLES, RAW MATERIALS FOR RETREADING OF TYRES , SUPPLY OF MT SPARES, ELECTRICAL SPARE PARTS AND JOB WORKS ETC. FOR CENTRAL MT POOL, A.D. NAGAR, AGARTALA FOR THE YEAR 2024-25.
Sealed 02 (two) Bid tenders (Technical bid & Commercial bid) are invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from bonafide Suppliers/Agencies for Supply of Store articles, Raw materials for Retreading of tyres, MT Spares, Supply of Electrical Spares & Job Works etc. for Central MT Pool for the year 2024-25. The Earnest money and necessary documents like GSTC, PTCC & PAN Card, Registration Certificate of Firm/ Trade licence etc. are required to submit along with technical bid.
2. Terms & Conditions alongwith relevant details etc. will be distributed from the Central MT Pool, A.D. Nagar, Agartala from 15-03-2024 to 18-03-2024 between 10.30 AM and 4 PM.
3. The interested bonafied Firms/ Suppliers and Contractors are requested to collect the same by submission a prayer alongwith Rs.200/- (Two Hundred) being the cost of "Tender relating papers" on the dates and time as noted above.

ICA/C-5010/24

Suptd. of Police (Procurement)
Tripura, Agartala.

NO.F.3(1) /QUOT/KMC/KLS/2018-19/ 25 34-LL Dated, Kailashahar
The 4/03/2024
NOTICE INVITING ENDER
The Chief Executive Officer, Kailashahar Municipal Council, Kailashahar invites on behalf of the "Chairperson of Kailashahar Municipal Council"sealed Quotation/Tender in percentage rate basis (PWD Form-7) from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/Railway/Other State PWD up to 3pm on 17/03/2024for the following works:-

Sl. No	Name of work	Estimated cost (Rs.)	Earnest money (Rs.)	Time for Completion	Last Date and Time for Receipt of Application for Issue of Quotation/Tender Form	Time and Date of Opening of Quotation/Tender	Place of sale of Quotation /TENDERD ocuments	Class of Quotationer/Tenderer
1)	Construction of CC road,Drain,Slab,Protection wall, CC Block,Pallasetting and Mechanical earth at different Ward under of Kailashahar Municipal Council for the year 2023-2024 at different wards. Ward No.01.	475475.00	9510.00	45 Forty five) days	Upto 16..00 Hrs.On 08/03/2024	At 15.30 Hrs. On 17/03/2024 (if possible)	Kailashahar Municipal Council,Kailashahar	Appropriate Class
2)	...Do....Ward No. 02	475475.00	9510.00					
3)	...Do....Ward No. 03	475475.00	9510.00					
4)	...Do... Ward No. 04	475475.00	9510.00					
5)	...Do....Ward No. 05	475475.00	9510.00					
6)	...Do... Ward No. 06	475475.00	9510.00					
7)	...Do... Ward No. 07	475475.00	9510.00					
8)	...Do... Ward No. 08	475475.00	9510.00					
9)	...Do....Ward No. 09	475475.00	9510.00					
10)	...Do....Ward No. 10	475475.00	9510.00					
11)	...Do... Ward No. 11	475475.00	9510.00					
12)	...Do... Ward No. 12	475475.00	9510.00					
13)	...Do....Ward No. 13	475475.00	9510.00					
14)	...Do....Ward No. 14	475475.00	9510.00					
15)	...Do....Ward No. 15	475475.00	9510.00					
16)	...Do....Ward No. 16	475475.00	9510.00					
17)	...Do... Ward No. 17	475475.00	9510.00					
18)	Construction Septic Tank at Horizon Coloni ward No. 01 Under Kailshahar Municipal Council, Kailashahar Unakoti Tripura for the year of 2023-2024.	193219.00	3864.00	30(thirty)days				
19)	Construction of fabricated stair case at Katal Dighi, opposite to District fire service office, Kailashahar.	194742.00	3895.00					

Eamest money should be deposited in the Siate Bank of India or any scheduled Bank of India guaranteed by the RBI in the shape of "Deposit-at-call" or "Demand Draft" (no other form of deposit money Le. Bankars Cheque) on schedule bank only in favour of The Chief Executive Officer, KAILASHAHAR MUNICIPAL COUNCIL Kailashahar. The Deposit-at-cali or Demand Draft must be submitted along with the quotation/tender. The Contractor who do not deposit the earnest money in the manner prescribed above, will be summarily rejected.
Quotation documents shall be issued on payment of Rs. 1000.00 (Rupees One Thousand) only in cash/ Demand Draft(Non Refundable) on any working days as specified above on production of documentary proof of registration of the firm along with an application.
Demand drafts furnished towards Earnest Money along with the quotation shall be valid for a period of 3(three) months from the last date of receipt of quotation or more.
Quotation(s) can be sent through Registered Post/Speed Post or dropped in the quotation box at the Kailashahar Municipal Council Office so as to reach or dropped well within the last date for receipt as specified above. Sealed quotation(s) received shall be opened by The Chief Executive Officer,KAILASHAHAR MUNICIPAL COUNCIL, Kailashahar in presence of intending quotatoners and other quotatoners who may like to be present.
The quotation documents are available for inspection in the Kailashahar Munisipal Council Office from 11.00 A.M, to 4.00 P.M, during office hours on all working days specified as above.
The Quotationer have to be produced valid attested copies of the license regarding engagement of workers in the contract works from Labour Department, Government of Tripura and Enlistment, Nationality, PTCC/ STCC (Wherever applicable) etc. shouldbe attested not more than 1(One) month old by Govt.Gazetted Officer. the same copy shall also bear the signature of the Contractor during submission of the Quotation/tender otherwise the Quotation/tender will be rejected.
Running bill shall be considered as per decision of KAILASHAHAR MUNICIPAL COUNCIL, Kailashahar.
Supervision of work and preparation of bill will be done by the undersigned. The payment will be made as per project norms and/or as specified.

ICA/C-4996/24

Executive Eigneer
Kailashahar Municipal Council
Kailashahar ; Unakoti Tripura

রঞ্জি দ্বিতীয় সেমিফাইনাল জমজমাট এম.পি - বিদর্ভ ফিফটি-ফিফটি চান্স

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। রঞ্জি সেমিফাইনাল ম্যাচে জয়ের জন্য মধ্যপ্রদেশের সামনে আরও ৯৩ রানের প্রয়োজন। হাতে উইকেট রয়েছে চারটি। খেলার বাকি পুরো একদিন। যথেষ্ট প্রত্যাশা মধ্যপ্রদেশের সামনে। তবে বিদর্ভ যেভাবে কাম-ব্যাক করেছে, বোলাররা আরও একটু জ্বলে উঠলে হয়তো ফাইনালের স্বপ্ন সফল হতে পারে বিদর্ভ শিবিরের। ৯৩ রান সংগ্রহ করার আগে বিদর্ভের বোলাররা যদি মধ্যপ্রদেশের চার উইকেটের পতন ঘটাতে পারে তবে কেল্লাফতে। অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশ উইকেট কামড়ে টিকে থেকে বাকি ৪ উইকেটের বিনিময়ে ৯৩ রান সংগ্রহ করতে পারলেই ঐতিহাসিক রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে মুম্বাইয়ের মুখোমুখি হতে পারবে। এদিকে মুম্বাই ইনিংস সহ ৭০ রানের ব্যবধানে তামিলনাড়ু কে হারিয়ে রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে পৌঁছে গেছে।

উল্লেখ্য, নাগপুরের সিভিল লাইন্সে ভিসিএ স্টেডিয়ামে রঞ্জি ট্রফির প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচে বিদর্ভ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৫৬.৪ ওভারে ১৭০ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে মধ্যপ্রদেশ দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে কুড়ি ওভারে এক উইকেটে ৪৭ রান সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় দিনে মধ্যপ্রদেশ ২৫২ রানে ইনিংস শেষ করলে দিনের শেষে বিদর্ভ চার ওভারে এক উইকেটে হারিয়ে ১৩ রান পায়। তৃতীয় দিনে বিদর্ভ ৮৬ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ৩৪৩ রানে পৌঁছায়। আজ, মঙ্গলবার ম্যাচের চতুর্থ দিনে বিদর্ভ ৪০২ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করলে মধ্যপ্রদেশের সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৩২১ রানের। দিনের শেষে ৭১ ওভার খেলে মধ্যপ্রদেশ ছয় উইকেট হারিয়ে ২২৮ রান সংগ্রহ করে। আগামীকাল ম্যাচের অন্তিম দিনে কোনদল ফাইনালের ছাড়পত্র পায় সেটাই এখন দেখার বিষয়।

টিআইটি গ্রাউন্ড ফের খেলার উপযুক্ত ৯ মার্চ থেকে সুপার ডিভিশন ক্রিকেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। ক্রীড়াসূচি ঘোষিত। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ২০২৩-২৪ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে ৯ মার্চ থেকে। ৬ দলীয় টুর্নামেন্ট। একদিনে তিনটি করে ম্যাচেরও সংস্থান রাখা হয়েছে। এই বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন লিগ ক্রিকেট দিয়েই টিআইটি গ্রাউন্ডেও ফের খেলার সূচনা হচ্ছে। ৯ মার্চ প্রথম দিনে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস খেলবে সংহতির বিরুদ্ধে। এমবিবি স্টেডিয়ামে শতদল সংঘ খেলবে জেসিসি-র বিরুদ্ধে। টিআইটি গ্রাউন্ডে ব্লাড মাউথ খেলবে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক টিআইটি স্টেডিয়ামের সার্বিক নির্মাণ কার্য সম্পন্ন না হলেও মাঠ খেলার তৈরি করে তোলা হয়েছে। টিসিএ সচিব লীগের সূচি ঘোষণা করেছেন। ২৯ মার্চ পর্যন্ত লীগ পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হবে। সকাল পৌনে নয়টা থেকে ম্যাচ শুরু হবে এবং বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত ম্যাচ চালানোর কথা উল্লেখ রয়েছে। ১০ মার্চ এমবিবি স্টেডিয়ামে ব্লাডমাউথ খেলবে সংহতির বিরুদ্ধে। টি আই টি গ্রাউন্ডে জেসিসি খেলবে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর বিরুদ্ধে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে শতদল সংঘ খেলবে স্ফুলিঙ্গের বিরুদ্ধে।

পদক জয়ী খেলোয়াড়দের অর্থ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। পদকজয়ী ক্রীড়াবিদদের সংবর্ধিত করা হবে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাতীয় স্কুল গেমস, খেলো ইন্ডিয়া যুব গেমস, খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমস, খেলো ইন্ডিয়া জনজাতি স্পোর্টস কম্পিটিশন জাতীয় প্রতিযোগিতায় পদক জয়ী খেলোয়াড়দের মুখ্যমন্ত্রী স্টেট টেলেন্ট সার্চ প্রোগ্রাম, মুখ্যমন্ত্রী স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট স্কিম এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রতিভাশালী পুরস্কার স্কিম এর অধীনে অর্থ পুরস্কারে সম্মানিত করা হবে। আগামী সাত মার্চ বিকেল চারটায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সাফল্য অর্জনকারী ক্রীড়াবিদদের হাতে

PRESS NOTICE INVITING E- tender
The Department of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of Tripura invites an e- tender from the competent agencies/firms for Establishment of Centre of Excellence, Citrus under Indo-Israel Agriculture Plan at Taidu, Amarpur, Tripura on turn-key basis. Fund earmarked for this establishment is Rs. 736.27 lakhs as per approved scheme under MIDH (INDO-ISRAEL Work Plan). The competent agencies/firms capable of executing such work on turn-key basis and have a minimum average turnover of Rs. 550.00 lakhs per year, at least for a period of last three consecutive years and having experience of working such works only would be eligible for participating in this process.
Start of bidding is 05/03/24 and End of bidding 05/04/24 Eligible bidders shall participate in bidding, only in online mode, through website i: n
ICA/C-5005/24

Director
Horticulture & Soil Conservation,
Tripura, Agartala

No.F.6(5)/Vehicle/SCERT/ Tender file/2022/Vol-II/1498
Date: 04/03/2024
Notice Inviting e-Tender
The Director, SCERT, Abhoynagar, Agartala, Tripura invites e-Tender vide Tender ID 2024_DyDIR_47955_1 for hiring of Vehicles for State Council of Educational Research & Training (01 no. Mahindra Bolero & 02 nos, Maruti Eco).
The detail e-Tender can be obtained from the website: www.tripuratenders.gov.in The last date of bid submission : 22/03/2024, Spm.
ICA/C-5000/24

(N. C. Sharma)
Director, SCERT, Tripura

বিদর্ভকে ২৭৮ রানে হারিয়ে কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফির ফাইনালে কর্ণাটক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। বিদর্ভকে হারিয়ে কর্ণাটক ফাইনালে। অনূর্ধ ২৩ কর্ণেল সি কে নাইডু ট্রফি ক্রিকেটে ২৭৮ রানের বড় ব্যবধানে কর্ণাটক দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে সি কে নাইডু ট্রফির ফাইনালে পৌঁছেছে। প্রথম ইনিংসে বিদর্ভ ৭৩ রানে গুটিয়ে গেলেই কর্নাটকের সামনে সুবর্ণ সুযোগ চলে আসে। কার্যত সেটাকেই কাজে লাগিয়ে কর্ণাটক দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে ফাইনালের ছাড়পত্র পেয়ে যায়। নাগপুরের কালামনাতে ভিসিএ স্টেডিয়ামে রবিবার ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কর্ণাটক প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে দিনভর খেলে ৯০ ওভারে ৩৬৮ রান সংগ্রহ করে। পরদিন ৪৬৬ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করলে জবাবে বিদর্ভ মাত্র ৭৩ রানে প্রথম ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। কর্ণাটক দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪১ রান সংগ্রহ করলে বিদর্ভ পাহাড় প্রমাণ রান সংগ্রহ করতে গিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ২৫৬ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। প্রথম ইনিংসে কর্নাটকের পক্ষে অনীশ কুমারের ১৪৩ রান অধিনায়ক স্মরণের ১৯৪ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে মসিন খান ১৩ রানে ৫ উইকেট এবং পরাশ আরজের ৩৬ রানে চার উইকেট দখল উল্লেখের দাবি রাখে।

ইনডোর হল-এ নতুন কোর্ট : সাংবাদিকদের ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট দিয়ে সূচনা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মার্চ।। ইনডোর হল-এ নতুন প্লাটফর্ম তৈরির কাজ সম্পন্ন। ইতোমধ্যে শাটলাররা প্র্যাকটিসেও নেমে পড়েছেন।

পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় নতুন করে এই ম্যাট কোর্ট তথা বিজ্ঞান ভিত্তিক পাটাতন তৈরির পুরোপুরি স্পনসরর বা সামগ্রিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন রাজ্যের অন্যতম ক্রীড়া সংগঠক রতন সাহা। এনএসআরসিসি-র ব্যাডমিন্টন কোর্ট সেজে উঠছে নতুন সাজে। ইতোমধ্যে প্র্যাকটিস পর্বও চলছে। আগামীকাল সাংবাদিকদের ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট দিয়ে এর সূচনা ঘটতে চলেছে।

আগরতলা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের মধ্যে ডাবলস-এর একটি টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। নবনির্মিত ব্যাডমিন্টন কোর্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা পর্বে পৃষ্ঠপোষক তথা ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারি স্বপন সাহা, আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সম্পাদক রমাকান্ত দে, স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ, কনভেনর অভিষেক দে প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন বলে সংবাদ সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

NOTIFICATION

1) Pertaining to fourth phase, counselling for the contractual posts of **URP / BRP (English), URP / BRP (Bengali), URP / BRP (Pure Science) / URP / BRP (Bio Science or Equivalent), URP / BRP (Geography)** under Samagra Shiksha, Tripura, those candidates who are listed in the Notification No.F.1(1–2)-SE/Samagra/Estt./RCMT/STF/2019/6951-52 dated 05.06.2023 and Notification No.F.1(1–2)-SE/Samagra/Estt./RCMT/STF/2019/10450-51 dated 20.09.2023 and **have not applied** for engagement against the said posts at the O/o the District Project Coordinator, Khowai may apply for the same as per prescribed **Format "A"** available at this establishment. **Notification also uploaded @ https://sseducation.tripura.gov.in/**

2) Scheduled periods of counselling are as follows:-

Counselling Session No.	Period	Time	Venue
1	06/03/2024	11:00 am to 5:00 pm	O/o the District Project Coordinator (DEO, Khowai)
2	07/03/2024		

3) Documents required to be submitted by the concerned candidates along with referred application formats are as follows:-

BRP
1) Post Graduation Certificate / Marksheet.
2) B.Ed. Certificate / Marksheet
3) Teaching Experience Certificate
4) Caste Certificate
5) Date of Birth Certificate

Scrutiny teams at the District Project Office shall verify the documents pertaining to the post applied for and if not found in order then the candidature of the said candidate(s) shall be liable to be rejected / dismissed.

05/03/2024
District Project Coordinator
[District Education Officer (I/C)]
Samagra Shiksha, Tripura
Khowai District.

ICA/D-1886/24

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: - 13 / EE-NHD/PWD (NH)/AGT/ 2023-24, Dated: Agartala, the 27th February, 2024.
The Executive Engineer, PWD (NH) Division, Netaji Chowmuhani, Agartala, Tripura West invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online "percentage rate e- tender(s) in two bid system from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 19.03.2024 for the following work:-

SL. NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1.	Strengthening & improvement of riding quality of road from Laxminarayanpur (Gourangatila Bazar) to Gangarai Cherra Bazar (Khas Kalyanpur) via Wandalong Bari and Khas Kalyanpur under Khowai , Tripura (L= 8.25 Km) under CRIF Scheme. DNIT No. 16 /CE/PWD(NH)/CRIF/2023-24	₹ .13,81,78,195.00	₹.27,63,564.00	12 (Twelve) Months

1, LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING- 19.03.2024 upto 3.00 P.M.
2. TIME AND DATE OF OPENING OF TECHNICAL BID- 20.03.2024 at 3.30 P.M.
3. Pre Bid Conference date: 13.03.2023 at 12.00 PM.
4. DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION - hittps:/tripuratenders.gov.in
5. CLASS OF TENDERER - Appropriate Class
Please note here that all details can be seen on website wwwtripuratenders.gov.in.
For and on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-5020/24

(Er. Anjan Kr. Das)
Executive Engineer,
NH Division, PWD (NH)
Agartala, West Tripura

জাগরণ 6 March 2024, Wednesday আগরতলা ৬ মার্চ ২০২৪ ইং, ■ ২২ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

মঙ্গলবার আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরে রাজ্যসভার সাংসদ তথা পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবকে সমর্থকদের উষ্ণ অভ্যর্থনা। ছবি নিজস্ব।

ভারত সরকার উত্তর পূর্বাঞ্চলকে হিংসামুক্ত-উগ্রবাদমুক্ত- বিবাদমুক্ত অঞ্চল হিসেবে গড়ে তুলতে ক্রমাগত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৫ মার্চ।। গত ২ মার্চ, ২০২৪ নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহর উপস্থিতিতে ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার ও তিপ্রা-র মধ্যে একটি ঐতিহাসিক ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনের সময় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমি, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এবং সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া উপস্থিত ছিলেন। এই চুক্তিতে তিপ্রা-র পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রদ্যৎ বিক্রম মাণিক্য দেববর্মা, বিজয় কুমার রাঙ্খল এবং অনিমেষ দেববর্মা। রাজ্য সরকারের পক্ষে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব জে কে সিনহা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মকের অতিরিক্ত সচিব (উত্তর পূর্বাঞ্চল) পীযূষ গোয়েল। আজ বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার এবং তিপ্রা-র মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর বিষয়ে একথা বলেন। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারত সরকার বিগত দশক ধরে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে হিংসামুক্ত-উগ্রবাদমুক্ত-বিবাদমুক্ত অঞ্চল হিসেবে গড়ে তুলতে ক্রমাগত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এই সময়কালে কমপক্ষে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন সংগঠনের কয়েক হাজার বিপথগামী যুবক হিংসার পথ পরিত্যাগ করে উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত হয়েছেন। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এই চুক্তির প্রয়োজনীয়তা ছিল। ত্রিপুরাকে এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হিসেবে গড়ে তুলতে এই চুক্তি অত্যন্ত গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সর্বপ্রথমে এই ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদনের জন্য আমি দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি তিপ্রার নেতবৃন্দদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই চুক্তির সঠিক বাস্তবায়ন এবং রাজ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট পক্ষ চুক্তি স্বাক্ষরের দিন থেকে কোন ধরণের আন্দোলন/বিক্ষোভ করা থেকে বিরত থাকার বিষয়টি এই চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে আমরা 'এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা' ও উন্নততর ত্রিপুরার দিকে আরও এক কদম অগ্রসর হয়েছি।

৪২তম আগরতলা বইমেলা

সলিল কৃষ্ণ দেববর্মণ স্মৃতি পুরস্কার পেলেন বিকচ চৌধুরী কালীকিংকর দেববর্মা স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন কণিকা দেববর্মা

আগরতলা, ৫ মার্চ।। ৪২তম আগরতলা বইমেলা উপলক্ষে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী ব্যক্তিদের আজ বইমেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয়। এবার সলিল কৃষ্ণ দেববর্মণ মতি পুরস্কার পেলেন বিকচ চৌধুরী, কালীকিংকর দেববর্মা স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন কণিকা দেববর্মা, ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ দেববর্মণ মতি পুরস্কার পেয়েছেন প্রদীপ চক্রবর্তী, ত্রিপুরেশ মজমদার মতি পুরস্কার পেয়েছেন মমতা সিংহরায়, লালন পুরস্কার পেয়েছেন বলাকা দে মজমদার, ভীমদেব ভট্টাচার্য মতি পুরস্কার পেয়েছেন অসিত দেববর্মা, কক্‌বরকে ছোট গল্প কক খান্তাই-এর জন্য তাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। রাধামোহন ঠাকুর স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে পেরেন্ট পাবলিকেশনকে। বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ প্রকাশনার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। অভিজিৎ দেবের 'সত্য ও অসত্য- বীর সাভারকার' শীর্ষক বইটি প্রকাশনার জন্য পেরেন্ট পাবলিকেশন এই পুরস্কার পেয়েছে। দৌলত আহমেদ মতি পুরস্কার পেয়েছে সংহতি পুস্তকালয়। ককবরক ভাষায় শ্রেষ্ঠ প্রকাশনার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। রবীন্দ্র কিশোর দেববর্মার ককবরকে 'চানক্য শ্লোক' প্রকাশের জন্য সংহতি পুস্তকালয়কে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষায় (বাংলা ও ককবরক ভাষা ব্যতীত) শ্রেষ্ঠ প্রকাশনার পুরস্কার পেয়েছে মণিপুর সাহিত্য পরিষদ, ত্রিপুরা শাখা। এন দিলীপ কুমার সিংহ রচিত লইরি লাংদি থম্মোয়নুংদা বইটি প্রকাশের জন্য মণিপুর সাহিত্য পরিষদ, ত্রিপুরা শাখা এই পুরস্কার পেয়েছে। শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিনের পুরস্কার পেয়েছে পূর্ব মেঘ (কথা ও সাহিত্য সংখ্যা ২-এর জন্য)। সত্যরাম রিয়াং স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন অনুপম কর। অশ্বিনী বিশ্বাস স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন ড. অনির্বাণ বিশ্বাস। সুমঙ্গল সেন মতি পুরস্কার পেয়েছেন জয়দীপ আচার্য। অজিত মজমদার স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন সুব্রত চক্রবর্তী (বুবাই)। ৪২তম আগরতলা বইমেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে তাদের হাতে অতিথিগণ পুরস্কার তুলে দেন। সলিল কৃষ্ণ দেববর্মণ মতি পুরস্কার প্রাপক বিকচ চৌধুরী ও কালীকিংকর দেববর্মা মতি পুরস্কার প্রাপক কণিকা দেববর্মার পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা পুরস্কার গ্রহণ করেন।

বইমেলা নিয়ে উৎসাহ দিন দিন মানুষের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে : প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৫ মার্চ।। হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে আজ ১৪দিনব্যাপী ৪২তম আগরতলা বইমেলা সমাপ্তহয়েছে। এ উপলক্ষে মেলা প্রাঙ্গণে ড. শ্যামাপ্রসাদমুখার্জি মঞ্চে' সমাপ্তি অনুষ্ঠান, সম্মাননা জ্ঞাপন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজনকরা হয়।উল্লেখ্য, ৪২তম আগরতলা বইমেলা গত ২১ ফেবয়ারি থেকেশুরু হয়েছিল।সমাপ্তি অনুষ্ঠানেপ্রধানঅতিথি হিসেবেউপস্থিত ছিলেনরাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষুও দেববর্মা। তাছাড়া অন্যান্যদের মধ্যেউপস্থিত ছিলেনআগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়রমণিকা দাসদত্ত, ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ডেরসম্পাদকঅজিত দেববর্মা, দি অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনেরসম্পাদকউত্তম চক্রবর্তী এবংপাবলিশার্সঅ্যাণ্ডবুক সেলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদকরাখালমজমদার।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানেপ্রধানঅতিথি প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, বইমেলা নিয়েউৎসাহ দিন দিনমানুষেরমধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বইমেলা আয়োজনে লেখক ও প্রকাশকদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ই মানুষেরপরমবন্ধ হিসেবে কাজ করে। মানুষ এখনই-বুক, অডিও বুকইত্যাদির মাধ্যমেঅতীত দিনেরতুলনায় বেশিপড়াশুনা করছেন। কিন্তু এই পড়াশুনার গভীরতা অনেক কম। এক্ষেত্রেছাপা বইয়ের গুরুত্ব অনেক বেশি। তিনি আরওবলেন, অতীতকালে আগরতলা শহরের প্রত্যেকটি বাড়িতে একটি করেবইয়েরআলমারি থাকত। কিন্তু সেই চিত্র আজ হারিয়ে গেছে।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানেস্বাগত বক্তব্যে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরেরঅধিকর্তা বিম্বিসার ভ-াচার্যবলেন, এবারেরবইমেলায় ১৭১টি বইয়েরস্টল ছিল। গত ১৩ দিনেবইমেলায় ১ কোটি ৩৫ লক্ষটাকারউপরবই বিক্রয় হয়েছে।বইমেলারসাংস্ক'তিক মঞ্চে' ১,৬৫০ জন শিল্পী ছাড়াও কবি সম্মেলনে ৩৫০ জন কবিঅংশগ্রহণকরেন। তাছাড়াও বইমেলায় প্রতিদিন বইপ্রকাশ, ক্যইজ, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনাচক্র, আকমিক বক্ত'তা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরেরসচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, রাজ্যভিত্তিকসাংস্ক'তিকউপদেষ্টা কমিটিরভাইস চেয়ারম্যান সুবত চক্রবর্তী, বিশিষ্ট লেখকনরেশ চন্দ্র দেববর্মা, বিশিষ্ট লেখিকা এস গম্ভিনী। বইমেলায় শ্রেষ্ঠ স্টল সজ্জার জন্য পারুলপ্রকাশনী, মৌমিতা প্রকাশনী ও োতেপ্রকাশনকে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও ত'তীয়পুরস্কার দেওয়া হয়।এছাড়াওবইমেলা উপলক্ষে আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী সকলআলোকচিত্র শিল্পীদেরমারক ও শংসাপত্র দিয়ে সংবর্ধনা 'াপনকরা হয়। তাছাড়াওঅতিথিগণ ৪২তম আগরতলা বইমেলা উপলক্ষে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রেক'তী ব্যক্তি, আকমিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারতুলে দেন।

অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে নেই পানীয় জলে কেলেঙ্কারির অভিযোগ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৫ মার্চ।। অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের পানীয় জলের দেখা নেই,অথচ জলের সুব্যবস্থা করা হয়েছে জল জীবন মিশন প্রকল্প থেকে। এমন সাইনবোর্ড অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টারের সামনে বসানোকে কেন্দ্র করে জল জীবন মিশন প্রকল্প নিয়ে যে ঘোটালা সংঘটিত হয়েছে তা এলাকার মানুষের কাছে পরিস্কার হয়ে গেছে।

সোনামুড়া মহকুমাধীন, মোহনভোগ ব্লকের অন্তর্গত তেল কাজলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডের মুড়াপাড়া এলাকায় চুনু মিয়া অঙ্গনোয়ারী সেন্টারে দীর্ঘদিনের জলের সমস্যা ছিল তাই সংশ্লিষ্ট ডি ডাব্লিও এস দপ্তর সেই সমস্যার সমাধান করার নামে দুর্নীতির খাতায় নাম নথিভুক্ত করল।

এই অঙ্গনওয়ারী সেন্টারে জল জীবন মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করে পানীয় জলের মেশিন বসানো হয়েছে বলে এক বিশাল বড় সাইনবোর্ড বসানো হলো কিন্তু দেখা নেই জলের মেশিনের। এমনই অভিযোগ এলাকাবাসীর। এদিকে এলাকার মানুষের অভিযোগ অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের নামে আসা জলের মেশিনটি এলাকার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাঁকুড়ায় ট্রাক্টর উল্টে মৃত ২ গুরুতর আহত আরও দুই

বাঁকুড়া, ৫ মার্চ (হি. স.) : নয়ানজুলিতে ট্রাক্টর উল্টে মৃত্যু হল ২ জনের ।এই ঘটনায় গুরুতর আহত হন আরও ২ জন ।তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ।মঙ্গলবার সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের থানার আসানমনি গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে এদিন সকালে ট্রাক্টরটি পরিবহনের কাজে যাওয়ার সময় আসানমনি গ্রামের কাছে এক নয়ানজুলিতে উল্টে যায় ।ট্রাক্টরে চালক সহ আরও তিনজন ছিলেন ।প্রত্যেকেই গুরুতরভাবে আহত হন ।সানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে ।তাদের বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ।সেখানে দীপু বাগদি ও আবির বাগদিকে মৃত ঘোষণা করা হয় ।বাকী দু জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সন্দেশখালি কান্ডে ধর্মনগরে এভিবিপি'র বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ মার্চ।। পশ্চিমবঙ্গের সন্দেশখালী কাণ্ডে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থার দাবিতে রাজ্যেও ধর্না সংঘটিত করেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে ধর্মনগরের জেলা শাসকের কাছে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে ডেপুটেশন এবং মমতা ব্যানার্জির কুশপুত্তলিকা দাহন করল ধর্মনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা।

মঙ্গলবার দুপুর একটায় ধর্মনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ছাত্রছাত্রীরা এক রেলি করে ধর্মনগর সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে জেলা শাসকের অফিস প্রাঙ্গনে এসে জমায়েত হয়ে ধর্না দেয়। এই ধর্নায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক সঞ্জিব সাহা এবং ধর্মনগরে এবিপি পক্ষে বর্ণালী চক্রবর্তী সহ মহাবিদ্যালয়ের অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের বিভিন্ন স্তরের ছাত্র-ছাত্রীরা।

এখানে পশ্চিমবঙ্গের সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর যে নির্মম অত্যাচার চলছে তার প্রতিবাদ জানিয়ে এবং সুষ্ঠু তদন্তক্রমে বিচারের মাধ্যমে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি প্রদানের জন্য তারা এই ধর্নায় সমবেত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কুশপত্তলিকা জেলা শাসক অফিস প্রাঙ্গনে ধিক্কার জানিয়ে দহন করা হয়। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে যারা শাসক দেবপ্রিয় বর্ধনের হাত ধরে এক স্মরকলিপি পেশ করা হয়। তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয় পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে মহিলাদের উপর অত্যাচার চলছে তা বন্ধ করতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ দেশব্যাপী আন্দোলনে সামিল হয়েছে।

যতদিন না পর্যন্ত তদন্তক্রমে সঠিক দোষীদের গ্রেফতার করে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি প্রদান করা না হবে কত দিন পর্যন্ত অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে এই ধরনের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। হায় হায় মমতা ব্যানার্জি ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে এদিন ছাত্রছাত্রীরা রেলিটি অনুষ্ঠিত করেছে।

যান দুর্ঘটনায় নিহত এক আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি,মুঙ্গিয়াকামী, ৫ মার্চ।। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাড়ি রাস্তা থেকে ১৫০ ফুট গভীর খাদে পড়ে গিয়েছে। ওই দুর্ঘটনায় নিহত এক যুবক। গুরুতর আহত হয়েছেন আরেকজন। মঙ্গলবার সকালে মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন কাঁকড়াছড়া এডিসি ভিলেজ এলাকার স্থানীয় মানুষ দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপরজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন ।জানা গিয়েছে, মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন কাঁকড়াছড়া এডিসি ভিলেজ এলাকায় একটি গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়েছে। তাতে গাড়িতে থাকা চালক গনেশ দেববর্মা এবং পার্থ দেববর্মা গুরুতর আহত হয়েছেন। সেখানকার স্থানীয় লোকজন বিকট শব্দ পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন এবং ঘটনাটি প্রতক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন। খবর পেয়ে দমকলবাহিনী দ্রুত ছুটে গিয়ে আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক গনেশ দেববর্মাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

রাজ্যের বিভিন্ন বাজারগুলিকে আধুনিক করার চেষ্টা চলছে : মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ৫ মার্চ।। শহর হচ্ছে আধুনিকরণ। সেদিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন বাজারগুলিকে আধুনিক করার চেষ্টা করে চলেছে আগরতলা পুর নিগম। আজ বর্ডার গোল চক্কর বাজার পরিদর্শনে গিয়ে একথা বলেন আগরতলা পর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার ।এদিন তিনি বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বর্ডার গোল চক্কর বাজারটি কোন পরিকল্পনা ছাড়াই অবৈজ্ঞানিক ভাবে তৈরি করা হয়েছিল। ফলে এই বাজারটিতে অর্ধেকের বেশি দোকানই ক্রেতাদের অভাবে বন্ধ থাকে নিত্যদিন ।তাঁর কথায়, এই এলাকাটিকে উন্নতি প্রকল্প কর্মসূচি হাতে নিয়েছে রাজ্য সরকার। তৈরি হচ্ছে লাইট হাউস। পাশাপাশি রাস্তাটিকে প্রশস্ত করার কাজ প্রায় একপ্রকার শেষের পথে। লাইট হাউজে অনেক পরিবার বসবাস করবে এবং এলাকাবাসীর কথা চিন্তা করে বাজারটিকে ভেঙ্গে নতুন করে আধুনিক বাজার তৈরি করার পরিকল্প নেওয়া হয়েছে ।এদিন তিনি আরও বলেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে শুরু করা হবে কাজ। পরবর্তীতে রবিদাস পাড়ায় নির্মীয়মান ১৮টি আবাসন এবং একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন তিনি।

জল সংকট প্রতিবাদে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ মার্চ।। ১৫ দিন ধরে পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন এলাকাবাসী। অবশেষে আজ সকালে প্রতিবাদে ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা বাজারের বিকল্প জাতীয় সড়কে পথ অবরোধে করলেন প্রমীলা বাহিনী। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

অভিযোগ, কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডের বেলতলা এলাকায় প্রায় ১৫০ অধিক পরিবার রয়েছে। কিন্তু গত ১৫ দিন ধরে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে রয়েছে। তাতে নিত্যদিন বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এলাকাবাসীরা। এ বিষয় নিয়ে একাধিক বার প্রসাশনকে জানানো হলেও কোনো কর্নপাত করেননি। অবশেষে আজ সকালে পথ অবরোধে বসেন তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে প্রসাশনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কর্থাবাতা বলেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন অতিসত্বর সমস্যা সমাধান করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন তাঁরা।

সোনামুড়ায় শক্তি বন্ধন পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৫ মার্চ।। সোনামুড়াতে মঙ্গলবার, বিজেপির মহিলা মোর্চার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় নারী শক্তি বন্ধন পদযাত্রা। লোকসভা এবং বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩১ শতাংশ সংরক্ষণ, উজ্জ্বলা যোজনায় গ্যাস প্রদান, মহিলাদের সম্মান রক্ষার্থে বাড়ি বাড়ি পাকা সোচালয় নির্মাণ., সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলাদের সবচেয়ে বড় অভিশাপ তিন তালাকপ্রথা বন্ধ সহ, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মহিলাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য এবং মহিলাদের স্বশক্তিকরণ এর জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তাকে সাধুবাদ জানিয়ে হয় এই ধন্যবাদ রেলি অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ মহিলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় শুরু নাট্যকর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ মার্চ।। মোবাইল ফোন ও টেলিভিশনের কল্যাণে হারিয়ে যেতে বসেছে স্থানীয় নাটক ও পৃষ্ঠা সংস্কৃতি। এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা খুবই জরুরী। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তেলিয়ামুড়া শুরু হয়েছে নাট্যকর্মশালা।

মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ ও কালচারাল সেল এর সহযোগিতায় তেলিয়ামুড়া চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রে মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে সপ্তাহ ব্যাপী এক নাট্য কর্মশালা। মঙ্গলবার প্রদীপ প্রজ্বলন ও বৃক্ষে জল সিঞ্চন করে এই নাট্য কর্মশালার শুভ সূচনা করেন পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার ।অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পুর পরিষদের সাংস্কৃতিক ও যুব বিষয়ক উপকমিটির সভাপতি তথা কাউন্সিলর অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, মহকুমা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা তথা পুর পরিষদের কাউন্সিলার মালাশ্রী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রূপান্তরকামীদের অধিকার নিয়ে আগরতলায় কর্মশালা, সরব সর্বভারতীয় নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা , ৫ মার্চ।। রাজ্যের রূপান্তরকামীদের একজোট করে তাদের অধিকার, সুরক্ষা এবং সামাজিক অবস্থান নিয়ে আগরতলায় দুদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগরতলায় ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির মিলনায়তনে আয়োজিত এই কর্মশালায় সর্বভারতীয় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা সহ রূপান্তরকামিদের নিয়ে নিয়মিত গবেষণা কার্য চালাচ্ছেন , এমন প্রতিথযশা ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মশালায় রাজ্যের রূপান্তরকামীরা তাদের প্রতিদিনকার দুঃখ দুর্দশা, সামাজিক হেনস্থা, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য এবং বঞ্চনা এমনকি পুলিশ কর্তৃক তাদের হেনস্তার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। রূপান্তর কামিদের নিয়ে কাজ করছেন এমন সব সর্বভারতীয় নেতৃত্ব জানিয়েছেন, মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুযায়ী আইন তাদের পাশে রয়েছে।

রূপান্তর কামিতা তাদের বৈষম্য , বঞ্চনা এবং হেনস্থার কারণ হতে পারে না। আইন তাদের সুরক্ষা কবজ দিয়েছে। তবে তাদেরকেও দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে চলতে হবে। এমন কোন কাজ করা চলবে না যেখানে সামাজিকতা নষ্ট হয় এবং সমাজ বিব্রত বোধ করে। তবে সমাজের অন্য মানুষদের মতই রূপান্তরকামিরাও মাথা উঁচু করে যে কোন সামাজিক, রাজনৈতিক সহ যেকোনো কাজে যোগ দিতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে তাদের উপর বৈষম্য কিংবা বঞ্চনা অথবা হেনস্তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। এ বিষয়ে পুলিশকেও সচেতন হতে হবে। রূপান্তরকামীদের উপর কোন নির্যাতন হলে পুলিশও আইনের আওতায় চলে আসবেন। তারাও আইনের বাইরে নন।

ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল ডিফেন্সের সহায়তায় সম্প্রতি ত্রিপুরার আগরতলায় একটি দুই দিনের সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির সহযোগিতায়, কর্মশালাটি ডাক্তার, এনজিও এবং সম্প্রদায়-ভিত্তিক সংগঠন সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগন উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মশালায় বিশিষ্ট আলোচকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাবীনা বারিহা, যিনি হিজড়া ব্যক্তি (অধিকার সুরক্ষা) আইন ২০১৯ এবং বিধিমালা ২০২০ এর উপর আলোকপাত করেছিলেন। বিস্তৃত আলোচনায় বৈষম্যের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।